NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবরশ্মি
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি পথেপ্রান্তে
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্থের আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ এমবিবিএস-এ সিট বাড়ছে জোকা ইএসআই মেডিক্যালে

নৈহাটিতে বড়মার প্রণামী লুট হচ্ছে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.10.2025, Vol.19, Issue No. 131, 8 Pages, Price 3.00

দুর্ঘটনার কবলে রাষ্ট্রপতির কপ্টার

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর: অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হেলিকপ্টার। বুধবার সকালে শবরীমালা মন্দির দর্শনে যাওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টারটি কেরলের প্রমাদম স্টেডিয়ামে হেলিপ্যাডে নামামাত্রই তার একাংশ ভেঙে পড়ে। যদিও রাষ্ট্রপতি ও তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা সকলেই অক্ষত রয়েছেন। তবে কী ভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি-সহ অন্য বিশেষ ব্যক্তি বা ভিআইপি-রা সাধারণত ভারতীয় বায়ুসেনা দ্বারা পরিচালিত এমআই-১৭ হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করেন। বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন পরিচালিত এই হেলিকপ্টারটি স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, মাওবাদী দমন অভিযানের পাশাপাশি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উড়ানে ব্যবহৃত হয় এই কপ্টার।

পোস্ট মমতার

■ 'দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে', রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হেলিকপ্টার বিভ্রাটের পরই এক্স হ্যান্ডলে এমনটাই লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পাওয়ামাত্রই বিপদ এড়ানো যাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। লেখেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কেরল সফরে আজ সকালে বড় দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

৪ দিনের কেরল সফরে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার সকালে শবরীমালা মন্দিরে যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। কেরলের প্রামাদম স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে অবতরণের পর অতিরিক্ত ভারে ভেঙে যায় হেলিপ্যাডের একাংশ। এই অবস্থায় বেসামাল হয়ে পড়ে কপ্টারটি। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎক্ষণাৎ কাজে নামে পুলিশ ও দমকল। দীর্ঘ চেষ্টায় হাত দিয়ে ঠেলে কপ্টারটি ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, উপস্থিত দমকল ও পুলিশ কর্মীরা হাত দিয়ে ঠেলে বিপজ্জনক স্থান থেকে কপ্টারটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, চারদিনের এই সফরে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিরুঅনন্তপুরমে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার-সহ একাধিক মন্ত্রী। বুধবার সকালে সেখান থেকেই হেলিকপ্টারে পাঠানমথিত্তা জেলায় যান।

হেলিকপ্টারটি কেরলের প্রমাদম স্টেডিয়ামে হেলিপ্যাডে নামামাত্রই তার একাংশ ভেঙে পড়ে।

সুরক্ষার আশ্বাসেও দায়িত্ব পালনে অনীহা

বিএলওদের ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পালন না করায় রাজ্যজুড়ে এক হাজারেরও বেশি বুথ লেভেল অফিসারকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যজুড়ে বুথ লেভেল অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় এক হাজারেরও বেশি বুথ লেভেল অফিসার কাজে যোগ দেননি। তাঁদের কারণ দর্শানোর চিঠি দেওয়া হয়েছে। নোটিসের জবাব সন্তোষজনক না হলে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কমিশন স্পষ্ট করেছে।

কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মাঠপর্যায়ে কাজ করার সময় কোনওরকম আতঙ্ক বা নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রশাসনকে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশি সহায়তা দিতে হবে। ইতিমধ্যেই জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে যে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত

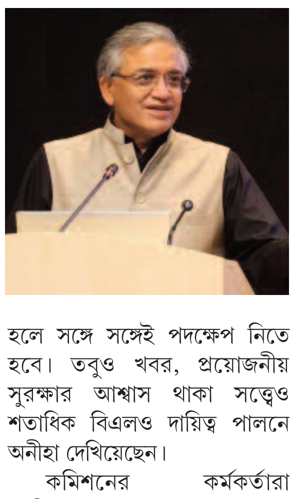

হলে সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তবুও খবর, প্রয়োজনীয় সুরক্ষার আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শতাধিক বিএলও দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখিয়েছেন।

কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনের এক পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, মাঠে নেমে বিএলওরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন, কিন্তু যাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে বা রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রশাসন কঠোর হবে। কোনও অবস্থাতেই এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া হবে না।

কেন অনীহা বিএলওদের মধ্যে? রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, অনেক বিএলও নিয়মিতভাবে হেনস্তা, হুমকি এবং ভয় দেখানোর মুখে পড়ছেন। বিশেষ করে যেসব এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেসব জায়গাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত। সূত্র মতে, কলকাতার কসবা, খিদিরপুর ও গুলশন কলোনির মতো জায়গাতেও বিএলওদের প্রকাশ্যে ভয় দেখানো হয়েছে, এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও এসেছে। কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ দিলে রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে। এই কারণে বিএলওদের ওপর ভয় ও চাপ প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। ফলত, তাঁরা কমিশনের কাছে নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষভাবে কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি তুলেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এমন সময়ে বিএলওদের শোকজ নোটিস পাঠানো নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

তেজস্বীর উপহার

■ দু'সপ্তাহের মধ্যেই বিহারে হবে বিধানসভা নির্বাচন। সেই ভোট ঘিরেই শুরু হয়েছে একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যা। বিশেষজ্ঞদের মত, রাজ্যে মদ বিক্রি বন্ধ করার পর থেকে মহিলা ভোটের ঝোঁক নীতীশের জেডি(ইউ)-এর দিকে রয়েছে। এবার সেই ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাতে মঙ্গলবার রাজ্যের মহিলা ভোটারদের জন্য বহু নতুন ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল। এই ঘোষণাগুলির মধ্যে শুরুতেই রয়েছে জীবিকা দিদিদের কথা।

শুরু প্রস্তুতি

■ লক্ষ্য, দ্রুত ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)। সেই উদ্দেশ্যে দেশের সবক'টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (সিইও) নিয়ে দিল্লিতে বুধবার থেকে বৈঠকে বসল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীর উপস্থিতিতে বৈঠক চলবে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত।

জরুরি অবতরণ

■ কলকাতা থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে উড়েছিল ইন্ডিগোর বিমান। মাঝপথে বারাণসীর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বুধবার জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানটির জ্বালানি লিক করেছে। বারাণসী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিমানটিতে ১৬৬ জন যাত্রী এবং কর্মী ছিলেন। নিরাপদেই তাঁদের বিমান থেকে নামানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে নিজের এক্স হ্যান্ডলে এক বিস্ফোরক পোস্ট করেন। উলুবেড়িয়ায় এক মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকার ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন।

শুভেন্দুর বক্তব্য-'টি-তৃণমূলের কাছে, এম - মেয়েরা, সি-চাহিদা মাত্র। তৃণমূলের কাছে নারী মানেই যেন দুর্বল, এই ধারণা নিয়েই আজ ধর্ষক তৃণমূলীরা এগিয়ে চলছে। এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করার জন্যে তাদের মাথায় বড় বড় হাত আছে।'

তিনি অভিযোগ করেন, গত সোমবার হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তৃণমূল নেতা ও 'মমতা পুলিশের' হোমগার্ড শেখ বাবুলালের হাতে এক মহিলা চিকিৎসক নিগৃহীতা হন। শুভেন্দুর দাবি, 'শোনা যায় এই বাবুলাল উলুবেড়িয়া সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি। বিরাট নেতা, কাউন্সিলর থেকে চেয়ারম্যান, সবার সঙ্গে ওঠাবসা আছে ওনার। ওর কীর্তি শুনুন ভিডিওতে এবং এই তৃণমূল নেতার ছবি কমেন্টে দেখুন।'

বিরোধী নেতা ক্ষোভ উগরে বলেন, 'যারা দিনরাত অসুস্থ মানুষের সেবা করে যান, তাদেরও ছাড়ছে না এই অসভ্য বর্বর নরকের কীটগুলো। এরা কাউকেই রেহাই দেয় না। মানবতার মুখে চরম কলঙ্ক।'

রাজ্যের প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করে শুভেন্দু লেখেন, "এই প্রশাসনের আমলে যেখানে মা, বোন, কন্যা,নারীর প্রতি সম্মান হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে পুলিশমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী'র এই পদে থাকার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। তাই আওয়াজ উঠেছে,'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রী'র পদত্যাগ।' কিন্তু উনি নির্লজ্জ। পদত্যাগ তো দূর, সঠিক শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন না, যেমনটা আরজিকরে করেননি।"

শেষে সমাজের সমস্ত মানুষকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'আজ সময় এসেছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি মানুষকে একজোট হয়ে দাঁড়ানোর। নারীর মর্যাদা রক্ষায়, মানবতার সুরক্ষায় ধর্ষকদের সরকারের বিদায়ী ঘন্টা বাজানোর সময় এসেছে। ছিঃ! তৃণমূল ছিঃ!'

মহিলা চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ

গেরুয়া প্রতিবাদে উত্তপ্ত উলুবেড়িয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: উলুবেড়িয়ায় মেডিক্যালে মহিলা চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উলুবেড়িয়া। বিজেপির এসপি অফিস কর্মসূচি অভিযান ঘিরে এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন

হোমগার্ড-সহ তাঁর ভাগ্নে। মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা তিন।

উলুবেড়িয়া শরৎ চন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংস নিগ্রহের ঘটনায় উত্তপ্ত পরিবেশ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশ সুপার অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করে রাজ্য বিজেপি।

পুলিশি প্রস্তুতির কারণে কর্মসূচি শুরুর আগেই সার্ভিস রোডে লোহার ব্যারিকেড বসানো হয়। সকাল থেকেই স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা অফিসের সামনে জমায়েত শুরু করেন। ব্যারিকেড টপকে মিছিল এগোতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এরপরই পুলিশের সাথে কর্মীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যালাপ ও সামান্য ধস্তাধস্তি দেখা দেয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা জানান, তারা ন্যায়বিচারের দাবি জানাতে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাতে এসেছেন। রাজ্য বিজেপির নেতা অনুপম মল্লিক বলেন, 'যদি পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের কাজ করতে সাহস করবে না। আমাদের এই অবস্থান কর্মসূচি চলবে যতদিন না ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।'

এদিনের কর্মসূচিতে প্রধান বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি থাকার কথা থাকলেও তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় যোগ দিতে পারেননি বলে জানানো হয়। তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন, এ ধরনের নিগ্রহের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ছিলেন।

স্থানীয়দের মতে, ঘটনাটি শুধু একটি ব্যক্তিগত হামলা নয়, বরং চিকিৎসা পেশার নারী সদস্যদের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিয়ে সংকেতমূলক। তাই রাজ্য বিজেপি এই বিষয়ে সরাসরি নীতি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, 'রাজ্যপাল উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপর সংঘটিত হামলার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসকরা সমাজের প্রাণরেখা। তাঁরা আমাদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য সারাজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেন। চিকিৎসকদের উপর হিংসা সভ্য সমাজের আচরণ নয়, এবং তা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। রাজ্যপাল সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন যেন চিকিৎসকদের মানবিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হই এবং তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি।'

'মমতার রাজ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানও নিরাপদ নয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বুধবার একাধিক ঘটনায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ আজ পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে, যেখানে হিন্দুরা শান্তিতে ধর্ম পালনও করতে পারছেন না।'

বিরোধী নেতার কথায়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একদিকে জেহাদি হামলা, অন্যদিকে পুলিশি অত্যাচার, এই দুই চিত্রই এখন বাংলার বাস্তবতা। তিনি দুটি পৃথক ঘটনার উল্লেখ করে রাজ্য প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও শাসক দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

প্রথম ঘটনা

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বিধানসভার শালবাড়ি,১ নম্বর অঞ্চলের বাঁশরাজা ব্রিজের পাড় কালী মন্দিরে অতর্কিত হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'বিনা প্ররোচনায় একদল জিহাদি কালীমন্দিরে আক্রমণ করে। পুজো কমিটির সদস্যরা বাধা দিতে গেলে তাদের উপরেই চড়াও হয় ওই দলটি।' ঘটনার পরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

দ্বিতীয় ঘটনা

উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের ছোটোমহড়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া করলীতলার কালীপুজোয় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, 'আমতা থানার এক গাড়ি পুলিশ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে পুজো কমিটির সদস্যদের বেধড়ক মারধর করে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে থানার আইসি অমলেন্দু দাস এক যুবকের মুখে লাঠি ঢুকিয়ে মারধর করছেন। পরে থানার ওসি মফিজুল আলম এসে কেসটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন।

শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে এখন যে কোনো পুজোয় হয় জিহাদি হামলা, নয় পুলিশি অত্যাচার। হিন্দুরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারছেন না। প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন। এটা শাসকের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি।'

তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে বাংলার ধর্মীয় সহনশীলতা ধ্বংসের মুখে। সরকার চোখ বুজে আছে, অপরাধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে। রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের মনে ভয় আর ক্ষোভ, এই সরকারের জবাব মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়েই দেবে।'

উভয় ঘটনাতেই এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। প্রশাসনের তরফে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মেলেনি। তবে শুভেন্দুর পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপি বলছে, 'এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে।' অন্যদিকে তৃণমূল সূত্রের দাবি, 'বিরোধীরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে, প্রশাসন নিজের কাজ করছে।'

মন্ত্রী চন্দ্রনাথকে আবার তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের একবার তলব করা হল রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে। এই নিয়ে তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। সূত্রের খবর, আগের দুই দফার জিজ্ঞাসাবাদে মন্ত্রীর উত্তর নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই বুধবার ২২ অক্টোবর তাঁকে আবার হাজিরা দিতে বলা হয়। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগে থেকেই তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতস কাঁচের তলায়। সেখানে সঠিক উত্তর না মেলায় ফের একবার ডাক পড়ল রাজ্যের মন্ত্রীর। এর আগে, কারামন্ত্রীকে আদালতের নির্দেশে দুই দুবার জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকেরা। এরপর ফের বুধবার তলব করা হয় তাঁকে।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে সল্টলেকে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ভিতরে ঢুকে যান তৃণমূল বিধায়ক। তবে তাঁর হাতে বেশ কিছু ফাইল এবং নথি দেখা যায়। কোনও নথি জমা দিতেই এদিন ইডি দপ্তরে চন্দ্রনাথ সিনহা কি না তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথের নাম জড়ানোর পরই ২০২৪-এর মার্চে তাঁর বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। বাজেয়াপ্ত করেছিল নগদ ৪১ লক্ষ টাকা। তবে তখন

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এরপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধ জমা পড়েছিল চার্জশিটও। এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর বিশেষ ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী। তখন সাত দিনের হেপাজতে চেয়েছিল ইডি। কিন্তু, জামিন পান চন্দ্রনাথ। এরপর ফের বাড়ে তাঁর জামিনের মেয়াদ। ইডির হেপাজতের আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন চন্দ্রনাথের আইনজীবী। সেই সময় তিনি আদালতে এ প্রশ্নও তোলেন, 'তদন্তের জন্য হেপাজতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। চার্জশিট জমা দেওয়ার পর আবার পিছন ফিরে পুরনো কী তদন্ত করতে চাইছে?'

পরে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল ইডি আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন রাজ্যের কারামন্ত্রীকে। তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না।বিকেল ৫টার আগে ছেড়ে দিতে হবে। এমনকী, আদালত তখন এও বলেছিল ২ দিনের জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট হতে না পারলে রাজ্যের মন্ত্রীকে ফের সমন পাঠাতে পারবে ইডি। সেই মতোই ফের একবার সমন গেল চন্দ্রনাথের কাছে। এই ঘটনায় পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারনা, একদিকে রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির জের, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থার একের পর এক পদক্ষেপে চাপ বাড়ছে শাসকদলের ওপর। তৃণমূল অবশ্য দাবি করে এসেছে, এসব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

[illegible]

'A' Schedule

[illegible]

'B' Schedule

Valuation of Land measuring 02 decimals approximately at the rate of [illegible] per decimals [illegible] Expenses- Rs 30,000/- (Thirty Thousand Rupees)

[illegible], Kaushik Day, [illegible]

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

NAME CHANGE

I, Smt. Sarakshi Agrawal W/O Suyash Agarwaal residing at 5A, IC, The Icon, Lord Sinha Road, BRS 3, Elgin, VTC: Middleton Row, PO- Middleton Row, PS: Shakespeare Sarani, Dist - Kolkata, West Bengal - 700071 vide an affidavit No. 18011 before the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore on 06.07.2025 that I had changed my name from Smt. Sarakshi Agrawal to Saraakshi Agarwwal. Smt. Sarakshi Agrawal and Smt. Saraakshi Agarwwal are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Smt. Sarakshi Agrawal W/O Suyash Agarwaal residing at 5A, IC, The Icon, Lord Sinha Road, BRS 3, Elgin, VTC: Middleton Row, PO- Middleton Row, PS- Shakespeare Sarani, Dist - Kolkata, West Bengal - 700071 vide an affidavit No. 18012 before the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore on 06.07.2025 that on behalf of my minor child Purvith Agarwal and remitter issue wholly renounce/relinquish and abondon the use of my minor son former name Shri Purvith Agarwal in place of his new name Shri Purvithh Agarwwal. Purvith Agarwal and Purvithh Agarwwal are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suyash Agarwal, S/o. Pawan Kumar Agarwal residing at 5A, 1C , The Icon, Lord Sinha Road, BRS 3, Elgin, VTC: Middleton Row, P.O.- Middleton Row, P.S. - Shakespeare Sarani, Kolkata - 700071, West Bengal vide an Affidavit (530011) sworn before the first class Judicial Magistrate Court Alipore on 06/01//2025 that for and on behalf of myself and my wife and children and remitter issue wholly renounce/relinquish and abandoned the use of my former name/ surname Shri Suyash Agarwal and in place thereof I do hereby assume from this day the name/surname of Sri Suyash Agarwaal. Suyash Agarwal and Suyash Agarwaal are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহঃ নুরুর রহমান, ২)সেখ মাহাফুজুর রহমান, ৩)মদিনা বেগম** স্বামী লিয়াকত হোসেন, **৪)মহঃ সাহিদুল্লাহ সেখ, ৫)সেখ মহম্মদ হেজবুল্লা, ৬)সেখ ওবাইদুল্লাহ, ৭)জাহানারা বিবি** স্বামী সাহাদাত মল্লিক, **৮)মোকাররমা বেগম** স্বামী মহম্মদ মেহেবুবার রহমান মোল্লা, **৯)ফতেমা মোল্লা** স্বামী মহম্মদ আব্দুর গফুর মোল্লা, **১০)সেখ সাদেকা বেগম**, স্বামী সেখ আহমাদুল্লাহ, সকলের পিতা মরহুম সেখ হাজী মহম্মদ মসিহুর রহমান ওরফে মসিয়ার রহমান, **১১)মহম্মদ সাইফুল্লা ওরফে সেখ সাইফুল্লা, ১২)জাহাঙ্গির সেখ, ১৩)রাবিয়া বেগম** স্বামী আব্দুল মান্নান, **১৪)তাজকিয়া বেগম** স্বামী মনিফার রহমান, **১৫)ফেরদৌসীআরা সেখ** স্বামী সাফাওত আলী, **১৬)কুরর্সিয়া বেগম** স্বামী আব্দুল হাকিম, **১৭)মোসাম্মৎ আসরাফিয়া বেগম**, স্বামী মহম্মদ ফারুক, **১৮)ফতেমা খাতুন** স্বামী আনিসুর রহমান, **১৯)সরিফা বেগম** স্বামী সেখ জুম্মান, ১১-১৯নং এর পিতা মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **২০)মোসাম্মৎ আয়েশা বেগম সেখ, ২১)আজিমা বেগম**, ২০/২১ নং-এর স্বামী মরহুম সেখ মহঃ শাহজাহান ওরফে সেখ মহঃ সাজাহান, **২২)সাকিনা খাতুন সেখ** স্বামী মরহুম মহঃ হোসেন, **২৩)সাহানারা বেগম** স্বামী সেখ সাইফুল্লা, **২৪)রাকিবা বেগম** স্বামী সেখ সাফিক আলি, **২৫)মহঃ জরিফুল হাসান**, ২২-২৫ নং এর পিতা মরহুম মহঃ হোসেন, **২৬)মহম্মদ নাসির উদ্দিন, ২৭)মহঃ সালাউদ্দিন, ২৮)নাজিরা বেগম** স্বামী সওকত আলি, **২৯)মমতাজ বেগম** স্বামী সেখ মোজেহার, ২৬-২৯নং এর পিতা মরহুম আব্দুল রব, মাতা মনিরা বেগম, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৮/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01337/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহঃ সফিউল্লাহ** পিতা মরহুম মহঃ সাজাহান ওরফে সেখ মহঃ শাহজাহান, সাকিম ফরিদপুর, চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২২২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি ১)বিগত ইং ২৫/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01654/2025 নং দলিল মূলে **আরাফত হোসেন মল্লিক** পিতা সাহাদাত হোসেন মল্লিক, সাকিম ঝাউবাঁধ, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ২২ শতক, ২)বিগত ইং ২৫/০২/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01657/2025 নং দলিল মূলে **সাহাদাত হোসেন মল্লিক** পিতা ইসা মল্লিক, সাকিম ঝাউবাঁধ, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ১৫ শতক, ৩)বিগত ইং ১৮/০৬/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05429/2025 নং দলিল মূলে **সাহাদাত হোসেন মল্লিক** পিতা ইসা মল্লিক সাকিম ঝাউবাঁধ, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ১৭ শতক, ৪)বিগত ইং ১৮/০৬/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05430/2025 নং দলিল মূলে **ক)মহাদেব রুইদাস** পিতা ৺বাসুদেব রুইদাস ও **খ)পার্বতী রুইদাস** স্বামী মহাদেব রুইদাস, উভয়ের সাকিম ঝাউবাঁধ, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়/মহাশয়াকে ১৮ শতক, একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, জে.এল নং ৪৬, হাল এল.আর. ২৬৮ নং খতিয়ান হইতে, ১)I-01654/2025 নং দলিল মূলে আর.এস. ২৪৪ তথা হাল এল.আর. ১২৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতক, ২)I-01657/2025 নং দলিল মূলে আর.এস. ২৬০ তথা হাল এল.আর. ৭৬১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতক, ৩)I-05429/2025 নং দলিল মূলে আর.এস. ১০৯ তথা হাল এল.আর. ১৭৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৭ শতক, ৪)I-05430/2025 নং দলিল মূলে ক)আর.এস. ৪৬ তথা হাল এল.আর. ৩২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২ শতক ও খ)আর.এস. ৬০ তথা হাল এল.আর. ৯৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৬ শতক, দুইটি দাগে মোট ১৮ শতক, একুনে চারটি একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ - **১)আরাফত হোসেন মল্লিক** পিতা সাহাদাত হোসেন মল্লিক, **২)সাহাদাত হোসেন মল্লিক** পিতা ইসা মল্লিক, **৩)মহাদেব রুইদাস** পিতা ৺বাসুদেব রুইদাস ও **৪)পার্বতী রুইদাস** স্বামী মহাদেব রুইদাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**মহঃ সফিউল্লাহ (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অসীমা হালদার, স্বামী সত্যনারায়ণ হালদার, সাং+পো: দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদিয়া। পক্ষে গত ইং ০৬/০৫/২০১৪ তারিখে বেথুয়াডহরী সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৬২ নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে শশাঙ্ক ঘোষ পিতা শঙ্কর ঘোষ, সাং+পো: দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদিয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত আমমোক্তার দাতা গত ইং ২৯/০৫/২০১৪ তারিখে বেথুয়াডহরী এ.ডি.এস.আর.ও অফিসে I-5236/14 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলে কমলা তরফদার, স্বামী হরিদাস তরফদার, সাং+পো: সাপজোলা, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদিয়াকে ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় আর.এস. ৪৬৯৭ ও এল.আর. ৫৭৪১ নং দাগে. ১২১৪৬ নং নিজ খতিয়ানে ০২ শতক জমি বিক্রয় করি। উক্ত গ্রহীতা রেকর্ড করতে চান। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ থাকিলে দেবগ্রাম B.L.&L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে অক্টোবর। ৫ ই কার্তিক। বৃহস্পতি বার। দ্বীতিয় আ, ভ্রাতৃদ্বীতিয়া তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ ভ্রাতৃপুজা। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথি মুহূর্ত।
যম দ্বিতীয়া, শ্রী যম ধর্ম রাজ তর্পণ।)

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-নদীয়া কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় আর এস-৬৩৯ এল আর ৮৪৯ নং দাগে ১৫৪৫৭ ও ১৫৪৫৮ নং কৃঃ খতিয়ানে ফাল্গুনী বিবি ও আজারুল হক মহাশয়/ মহাশয়াদ্বয় নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইয়া স্বত্ববান মালিক ও ভোগদখলীকার থাকাবস্থায় আজহারউদ্দিন সেখ মহাশয়কে গত ইংরাজী-২১/০৩/২০২৪ তারিখে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর.রেজিষ্ট্রী অফিসে ৩২২৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রদান করেন। উক্ত সাধারন আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল সুফিয়া বেগম স্বামী-আমিনুল্লা মণ্ডল সাং+পোঃ- দেবগ্রাম, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন নং- ৭৪১১৩৭। গত ইংরাজী-২০২৫ সালে দেবগ্রাম এ.ডি.এস.আর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৭৩/২৫ নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে উক্ত ব্যাক্তিগনের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল কালীগঞ্জ B. L & L.R.O অফিসে রেকর্ড করিতে চান। যদি ফাল্গুনী বিবি ও আজারুল হক মহাশয়/ মহাশয়াদ্বয় কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকে তাহা হইলে অদ্য তারিখে হইতে ১৪ দিনের মধ্যে কালীগঞ্জ B.L. & L.R.O অফিসে অভিযোগ দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্যাদী গ্রহণ করা হইবে।

Basiruddin Sk (Advocate)
District Judge's Court,
Krishnagar, Nadia, W.B.
Enrolment No. F/2352/2573 of 2018

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডকে জনপ্রিয় করতে ডিজিটাল বিপণনের উপর জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্র্যান্ড বিশ্ব বাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন তরুণ প্রজন্মের ক্রেতাদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে ডিজিটাল বিপণনের উপর জোর দিচ্ছে। ব্র্যান্ডের প্রচারের উদ্দ্যেশ্যে ৩০ সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু হবে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ সেকেন্ডের আকর্ষণীয় ভিডিও রিলে প্রায় ২৫ হাজার কারিগর ও তাঁদের পণ্যকে তুলে ধরা হবে। এই ভিডিওগুলিতে ডোকরা শিল্প, চামড়ার পণ্য, মধু, চা, তাঁতের শাড়ি, কাঠের কাজ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হবে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে এই প্রচার চালানো হবে বলে নিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

এই নতুন উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আধুনিক বিপণন কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রূপে উপস্থাপন করা। সরকারি এক আধিকারিক জানান, বিবিএমসির এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন বাংলার কারিগরদের তৈরি নানা ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রচার পাবে, অন্যদিকে ডিজিটাল দুনিয়ায় ব্র্যান্ডের উপস্থিতিও আরও শক্তিশালী হবে। বিবিএমসি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের জন্য পেশাদার ফটোগ্রাফার, ভিডিও প্রযোজক, সিনেম্যাটিক সম্পাদক ও পণ্য-ক্যাটালগ বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হবে, যাতে প্রতিটি ভিডিও নান্দনিক ও বাণিজ্যিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কর্তৃপক্ষের মতে, বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ ক্রেতাই অনলাইন কেনাকাটার আগে মোবাইলে পণ্য ব্রাউজ করেন। সেই কারণেই ছোট আকারের ভিডিও কনটেন্ট এখন গ্রাহক আকর্ষণের মূল চাবিকাঠি। এক আধিকারিকের কথায়, বিশ্ববাংলা যেমন বাংলার কারিগরদের বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে, তেমনই এই নতুন উদ্যোগে তাঁদের পণ্যও পাবে আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতা।

বিবিএমসি একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে বড়সড় প্রচার অভিযান শুরু করতে চলেছে। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরদার করার লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে। এর জন্য নতুন ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, গ্রাফিক্স ও প্রচারসামগ্রী তৈরি হচ্ছে। যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আপাতত পণ্যের প্রচারে কোনো মডেল ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বজুড়ে খুচরো বিপণনের চলতি প্রবণতাকে মাথায় রেখে সংক্ষিপ্ত ভিডিওর মাধ্যমে গল্প বলার এই কৌশলই ভবিষ্যতের বাজারের দিকনির্দেশ করছে; এবং বাংলার হস্তশিল্পীদের জন্য এই পদক্ষেপ হতে পারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা।

রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করতে সক্রিয় বিজেপি

শুরু হতে চলেছে ৭০০ সহায়তা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বাস্তবায়নে এবার সংগঠিতভাবে মাঠে নামছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। আসন্ন নির্বাচনের আগে শরণার্থী ও নাগরিকত্বপ্রত্যাশী জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৭০০টি সহায়তা শিবির গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে দল। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি শিবিরে সাধারণ মানুষকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্রান্ত তথ্য, আবেদনপত্র পূরণের দিকনির্দেশ ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কারিগরি সহযোগিতা দেওয়া হবে। আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহে সহায়তা করতে বিশেষ টিমও গঠন করা হচ্ছে।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে মঙ্গলবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় একাধিক বৈঠক। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ব্লক স্তরে 'সিএএ সহায়তা কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন স্থানীয় নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা।

বিজেপির এক পদস্থ নেতা জানান, আমাদের লক্ষ্য নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে সহজ করা। যাঁরা এই আইনের আওতায় পড়েন, তাঁদের যেন কোনও প্রশাসনিক বা নথিগত সমস্যায় পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সূত্রের দাবি, রাজ্যে নভেম্বরের মধ্যেই সব শিবির চালু করা হবে। এসব শিবিরে নাগরিকত্বের যোগ্যতা, প্রমাণপত্র যাচাই এবং অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কেও জনসাধারণকে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

মঙ্গলবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সংগঠন সচিব বিএল সন্তোষ, এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন সুনীল বনশল। এছাড়া জেলার সভাপতি ও সাংগঠনিক পদাধিকারীরাও অংশ নেন আলাদা সেশনে।

দলীয় সূত্র বলছে, সিএএ নিয়ে এই রাজ্যব্যাপী প্রচার ও সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপি একদিকে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে চায়, অন্যদিকে ভোটের আগে নাগরিকত্ব ইস্যুতে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আরও দৃঢ় করতে চায়। রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নতুন আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকে মনে করছেন, নাগরিকত্ব প্রশ্নেই শুরু হতে চলেছে বাংলার ভোট-রাজনীতির পরবর্তী পর্ব।

হিন্দু নিরাপদ নয়, সরকার চোখ বুজে আছে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে মা কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তাল এলাকা। স্থানীয়দের ক্ষোভের আবহে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বুধবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে এক বিবৃতিতে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন।

তিনি লেখেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে মা কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর; তৃণমূল রাজ্যের প্রশাসনিক উদাসীনতার নগ্ন চিত্র! সূত্র অনুযায়ী, কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্যনগর গ্রামপঞ্চায়েতের নস্করপাড়ায় অবস্থিত মা কালী মন্দিরে মঙ্গলবার ভোরে স্থানীয়রা দেখতে পান প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু বছরের বিশ্বাস ও ভক্তির কেন্দ্র ওই মন্দিরকে দুর্বৃত্তরা অপবিত্র করেছে; এ খবর ছড়াতেই গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে।

শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ প্রথমেই মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়; যেন অপরাধী ধরার চেয়ে অপরাধ ঢাকাই তাদের প্রধান কাজ। মানুষের প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে মন্দির খুলতে বাধ্য হয় প্রশাসন। তিনি তীব্র প্রশ্ন তোলেন, এখনও পর্যন্ত একটিও গ্রেপ্তার হয়নি। এই নীরবতা কি কাকতালীয়, নাকি তৃণমূল সরকারের নীরব প্রশ্রয়? হিন্দু মন্দিরে আঘাত হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙা হচ্ছে, অথচ সরকার চুপ। এই রাজ্যে কি হিন্দুদের অনুভূতির কোনও মূল্য নেই? বিজেপি রাজ্য সভাপতি দাবি করেছেন, তঅবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করা হোক। সঙ্গে প্রশাসনিক গাফিলতির তদন্তও শুরু হোক।

শেষে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যতই ঢেকে রাখতে চাক, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ; এই রাজ্যে হিন্দু নিরাপদ নয়, কারণ সরকার চোখ বুজে আছে। কাকদ্বীপের এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যের প্রশাসনিক নীরবতা এখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বার্তা বহন করছে।

চলন্ত লোকালে আগুন, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় থমকে গেল ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: আচমকা চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায়। বুধবার সকাল ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ পিয়ালি স্টেশনের কাছে শিয়ালদহ-ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। ট্রেন থামতেই অনেকেই তড়িঘড়ি নেমে পড়েন।

রেল সূত্রে খবর, ওই সময়ে ট্রেনটি ডাউন লাইনে ক্যানিংয়ের দিকে যাচ্ছিল। আচমকা কামরার নীচে থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। প্রথমে আগুন লেগেছে ভেবে যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন। খবর পেয়ে পিয়ালি স্টেশনে রেলকর্মীরা দৌড়ে যান এবং দ্রুত তদন্ত শুরু করেন। রেলের এক আধিকারিক জানান, ব্রেক ব্লকের ঘর্ষণের কারণেই ওই ধোঁয়া বেরোয়। আগুন লাগেনি। আতঙ্কের কিছু নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ থমকে যায় ট্রেন চলাচল। একাধিক ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে, যার ফলে ব্যাপক ভোগান্তির মুখে পড়েন অফিসযাত্রী ও পরীক্ষার্থীরা।

কিছু সময় পর আপ লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও ডাউন লাইনে গতি ফিরতে দেরি হয়। পরে রেলের তরফে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বারবার। যদিও রেলের দাবি, যান্ত্রিক ত্রুটি নয়, সামান্য প্রযুক্তিগত ঘর্ষণ থেকেই ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

কালীপুজো-দীপাবলিতে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের দাবি পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: কালীপুজো ও দীপাবলির উৎসবমুখর সময়ে যাত্রী চলাচলের চাপ মোকাবিলায় পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেছে। উৎসবকালীন চরম ভিড় সত্ত্বেও স্টেশনগুলিতে যাত্রী চলাচল মসৃণ রাখা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ইতিবাচক ফল দিয়েছে।

শিয়ালদহ বিভাগের কৌশলগত ও সক্রিয় পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;

ওয়ার রুম সিনিয়র অফিসার ও প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত এই বিশেষ ওয়ার রুম সার্বক্ষণিকভাবে সক্রিয় থাকায় রিয়েল-টাইম সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে কোনও পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

হোল্ডিং এরিয়া ও কিউ ব্যবস্থাপনা বৃহৎ হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করে যাত্রী প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। মোতায়েন করা আরপিএফ কর্মীরা কিউ নিয়ন্ত্রণ তদারকি করেছেন।

যাত্রী প্রবাহের বিভাজন প্রবেশ ও প্রস্থান গেটের স্পষ্ট পৃথকীকরণের মাধ্যমে যাত্রী চলাচল সুসংগঠিত হয়েছে এবং সার্কুলেটিং এলাকায় জট এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

উন্নত টিকিটিং ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং মোবাইল আনরিজার্ভড টিকিটিং সিস্টেমের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে সময়মতো ঘোষণা প্রদান যাত্রীদের সঠিক তথ্য পেতে সাহায্য করেছে।

বিশেষ ট্রেন পরিষেবা নৈহাটি, ডানকুনি, বারাসত, বারুইপুর ও বনগাঁ অভিমুখে ২০/২১ অক্টোবর থেকে ২২/২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে।

শিয়ালদহ বিভাগের রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা বলেন, আমরা যাত্রী নিরাপত্তা, আরাম এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতিগত ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে ভিড় ও বিভ্রান্তি কমানো, যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা এবং প্রতিটি যাত্রীর জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

উৎসবকালীন এই সফল বাস্তবায়ন যাত্রীদের স্বচ্ছন্দ যাত্রার অভিজ্ঞতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য মডেল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলেই দাবি কর্তৃপক্ষের।

ধর্মতলায় মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ ঘিরে বিতর্ক, ট্রাম লাইন রক্ষায় আদালতে ফিরছে সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের ঐতিহ্যবাহী ট্রাম লাইন নিয়ে ফের বিতর্ক। ধর্মতলায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সম্প্রসারণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ট্রাম ডিপোর একাংশে কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ শুরু হওয়ায় আপত্তি তুলেছে কয়েকটি নাগরিক সংগঠন। তাদের অভিযোগ, এই নির্মাণ কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশের পরিপন্থী। যদিও পরিবহণ দপ্তর ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, ট্রাম লাইন অক্ষত রেখেই সাময়িকভাবে ওই কাজ চলছে, যাতে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত না হয়।

পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সম্প্রসারণের জন্য নির্দিষ্ট একটি এলাকায় অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ট্রাম লাইন সংরক্ষিত থাকবে, প্রয়োজনে বিকল্প রুটও রাখা হবে। কাজটি পুরোপুরি পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে।

অন্যদিকে, 'ক্যালকাটা ট্রাম ইউজারস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছিল ট্রাম লাইনের উপরে পিচ বা বিটুমিন ঢালা যাবে না। কিন্তু তার ফাঁক গলে এখন লাইনের উপরে কংক্রিট কাঠামো তৈরি হচ্ছে, যা ঐতিহ্য নষ্টের সমান।

এই নিয়ে কয়েকটি ট্রাম রক্ষা সংগঠন পুজোর ছুটির পর ফের কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংগঠনের সম্পাদক তমাল নন্দ জানালেন, আমাদের লিগাল সেল ইতিমধ্যেই বিষয়টি দেখছে। আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে আমরা প্রতিবাদও জানাব।

উল্লেখ্য, ধর্মতলার এই অংশেই ২০১৭ সালে মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য ট্রাম লাইন তুলে দেওয়া হয়েছিল। পরে ২০২১ সালে পুনরায় লাইন বসানো হলেও, সেই পথে ট্রাম আর চালু হয়নি। পরিবহণ দপ্তর বলছে, এখন যে কাজ হচ্ছে তা স্থায়ী নয় এবং হেরিটেজ সংরক্ষণের বিষয়টি পুরোপুরি মাথায় রেখেই করা হচ্ছে।

কলকাতা হাইকোর্টে শহরের ট্রাম রক্ষার জন্য বর্তমানে তিনটি মামলা বিচারাধীন। আদালতের নির্দেশ মেনে ট্রাম লাইন ঢেকে ফেলা বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার বিরুদ্ধে আগে থেকেই সতর্ক প্রশাসন। তবুও, নতুন করে এই নির্মাণের কারণে পুরনো বিতর্কে ফের আগুন জ্বলেছে।

শহরের বহু পুরনো ট্রামপ্রেমীদের কথায়, কলকাতা ও ট্রাম একে অপরের প্রতীক। উন্নয়ন দরকার, কিন্তু তার সঙ্গে ঐতিহ্যের সুরক্ষাও যেন সমান গুরুত্ব পায়।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সাত সকালেই আচমকাই দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে অগ্নিকাণ্ড। কলকাতাগামী লেনে একটি বেসরকারি বাসে আচমকাই আগুন লেগে বিপত্তি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেস্টিংস থানার পুলিশ ও দমকল। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসটির ইঞ্জিনের স্পার্কিং প্লাগ থেকে আগুন লাগে। বাসের চালক বুঝতে পেরে যাত্রীদের নামিয়ে দেন। অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচে সকলের। মাঝরাস্তায় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাসটি। দমকলের দু'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় মিনিট পঁয়ত্রিশের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

তবে এমন ঘটনা ঘটায় হাওড়া থেকে কলকাতা রুটে যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুতে আগুন লাগার ফলে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে হাওড়া থেকে কলকাতাগামী যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলার পর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ৫ কার্তিক ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

শিক্ষক না ভোটকর্মী?

■ রাজ্যের ভোট প্রক্রিয়ায় মাঠপর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলওদের (বুথ লেভেল অফিসার্স) নিয়ে ক্রমেই বেড়েই চলেছে বিতর্ক। অভিযোগ উঠছে, অনেক কর্মী কাজে অনীহা বা অস্বীকৃতি জানানোর পর নির্বাচন কমিশনের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি হয়েছে। এই অবস্থায় বিএলওদের পাশে দাঁড়াতে 'সংগ্রামী যৌথমঞ্চ' ঘোষণা করল নতুন উদ্যোগ; একটি সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্পডেস্ক। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা আন্দোলনের পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে পথ অবরোধ ও ধর্নায় সামিল এই সংগঠন। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানান, রাজ্যে শিক্ষা ও ভোটাধিকার; দুটোই নাগরিকের মৌলিক অধিকার। অথচ এখন এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যটিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। ভাস্করবাবুর মতে, অনেক গ্রামীণ স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক কর্মরত থাকেন। সেই শিক্ষককেই যখন বিএলও-র দায়িত্ব নিতে হয়, তখন শিক্ষাব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। তাঁর কথায়, আমরা চাই যে সরকারি কাজ এবং শিক্ষা; দুই দিক একসঙ্গে সামলানোর মতো একটা ভারসাম্য বজায় থাকুক। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আমরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত, কিন্তু সরকারি প্রশাসন বা কমিশন কেউই সংলাপে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই এসডিও বা বিডিও নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা অগণতান্ত্রিক। আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে বিএলও-দের ওপর চাপ আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতারা। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় যেসব জায়গায় নাম বাদ পড়েছে বা নতুন নাম তোলার প্রক্রিয়ায় নানা বাধা এসেছে, ভয় দেখানো এবং হুমকির ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।

ক্ষুব্ধ সুকান্ত

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে কালী মন্দিরে ভাঙচুর নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ সুকান্ত মজুমদারের, মমতা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে এক কালী মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ভাঙনের ঘটনাগুলি রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে বাড়ছে এবং এমন ঘটনার মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুষ্টিকামিতার রাজনীতিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুকান্তর অভিযোগ, কাকদ্বীপের পাইলা নামক গ্রামে কিছু চরমপন্থী প্রবেশ করে ৭০ বছরের পুরনো কালী মন্দিরে প্রতিমা ভেঙে চুরমার করেছে। তাঁর বক্তব্য, এই নৃশংস হামলাগুলির ধরন বাংলাদেশে সনাতনী হিন্দুদের উপাসনালয়ের ওপর ঘটে যাওয়া নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হচ্ছে, আর তা এখন পশ্চিমবঙ্গেও ঘটছে। তিনি আরও দাবি করেছেন, রাজ্য প্রশাসন দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং আক্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর দমননীতি চালাচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে মৌলবাদী শক্তির হাতে তুলে দিচ্ছেন।

ডাকটিকিট উৎসব

■ অচেনা কোনো খামের ভাঁজে ছিল এক সময়ের আবেগ, অপেক্ষা আর সংযোগের গল্প। সেই নস্টালজিয়া ফেরাতে কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বসছে চারদিনের ডাকটিকিট উৎসব। নাম , 'বঙ্গপেক্স'। আয়োজক ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল। এক এক সময় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে ওঠে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ; ডাকটিকিট। কখনও তা স্বাধীন ভারতের জন্মযন্ত্রণার নথি, কখনও বা সিনেমা আর সংস্কৃতির অনন্য সাক্ষ্য। এবার সেই ইতিহাসই সামনে আনছে 'বঙ্গপেক্স'। দেশজুড়ে থাকা অদ্বিতীয় ও বিরল ডাকটিকিট এখানে প্রদর্শিত হবে। বাংলা সিনেমার শতবর্ষ, নবজাগরণের অধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি; প্রতিদিন থাকবে এক এক থিম। শুধু দর্শন নয়, থাকবে অংশগ্রহণের সুযোগও;'বসে আঁকো', কুইজ, স্মারক প্রকাশনা-সহ নানা কর্মকাণ্ড।

এমবিবিএস-এ সিট বাড়ছে জোকা ইএসআই মেডিক্যালে

জানালেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের আওতাধীন কলকাতার ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ, জোকায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে শিক্ষক সংকট। আসন বৃদ্ধিও নিয়েও জল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এবার এই ইস্যুতে অবশেষে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্র। সূত্রে খবর, রাজ্যসভার এক অলিখিত প্রশ্নোত্তরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক সংকট, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং এমবিবিএস আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চান। তারই প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে জানান, 'ডাক্তার ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ একটি চলমান প্রক্রিয়া। ইএসআইসি সম্প্রতি বিভিন্ন পদে নির্বাচিত ১,৩২৩ জন প্রার্থীর নিয়োগপত্র জারি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইনস্যুরেন্স মেডিক্যাল অফিসার, স্পেশ্যালিস্ট গ্রেড-২ (সিনিয়র ও জুনিয়র স্কেল) এবং টিচিং ফ্যাকাল্টি পদ।' এর পাশাপাশি মন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'এই নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩৯ জনকে সহকারী অধ্যাপক এবং ৩ জনকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মে-জুন ২০২৫-এ সারা দেশের বিভিন্ন ইএসআই মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে ১,৬৫৯ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।'

এখানেই শেষ নয়, শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি এমবিবিএস আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, 'ইএসআইসি ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর কাছে এমবিবিএস আসন ১২৫ থেকে ১৫০-এ বৃদ্ধির আবেদন করেছে। এনএমসি ওই কলেজের পরিদর্শনও সম্পন্ন করেছে।'

এই তথ্যের কয়েকদিন পরই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের তরফে ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে এক পাবলিক নোটিস জারি করে জানানো হয় যে, সারা দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলির এমবিবিএস-কোর্সে সিট বাড়ানো হয়েছে।'এই প্রসঙ্গে এনএমসি-র পরিচালক (নীতি ও সমন্বয়) রাজীব শর্মার স্বাক্ষরিত ও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, '২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য নবীকৃত আসন সংখ্যা এবং অতিরিক্ত এমবিবিএস আসন সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলি মেডিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড রেটিং বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে এই আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। সকল মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে অবগত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।'

কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ১১৭ বছরের পথচলা শেষ, নিয়ন্ত্রক বাধা ও আইনি জটিলতায় হল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ, যা এক সময় বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ১১৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বাজারটি দীর্ঘসময় ধরে আইনি ঝামেলা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নানা বাধার মুখে পতনের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে সিএসইর লেনদেন স্থগিত করে। ওই সময় থেকে এক্সচেঞ্জ লেনদেন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নানা চেষ্টার পরও সফলতা আসেনি। ২০২৪ সালের শেষে দরজা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন সেবি-র অনুমোদনের অপেক্ষায় প্রতিষ্ঠানটি, যার এক সময় কলকাতার আর্থিক রঙিন ইতিহাসের প্রতীক হিসেবে খ্যাতি ছিল, ধাপে ধাপে ব্যবসা থেকে সরে যাচ্ছিল। বর্তমানে সিএসই একটি হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে নিজেদেরকে বজায় রাখবে, যদিও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিএসই ক্যাপিটেল মার্কেটস প্রাইভেট লিমিটেড বোম্বে ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে ব্রোকারিং চালিয়ে যাবে। এক্সচেঞ্জটির সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছিল ২০০১ সালের কেতন পারেখ স্ক্যামের পর থেকে, যেখানে কিছু শেয়ারের মূল্য কৃত্রিমভাবে তোলা হয়েছিল। এরপর থেকে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমতে থাকে এবং সিএসই লঙ্ঘনের দায়ে নিয়মিত সতর্ক করা শুরু হয়। প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণে পিছিয়ে পড়াও এক্সচেঞ্জের পতনের অন্যতম কারণ। সিএসইর চেয়ারম্যান দীপঙ্কর বসু জানান, আমাদের কাছে শেয়ারহোল্ডারদের থেকে প্রাপ্ত সম্মতি অনুযায়ী আমরা সেবি-কে এক্সিট প্রক্রিয়া শুরুর জন্য আবেদন করেছি এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মূল্যায়নকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের দীপাবলিতেই কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ তার দীর্ঘ ইতিহাসের শেষ পালা উদ্‌যাপন করছে, যা ভারতীয় আর্থিক উত্থান-পতনের এক অধ্যায় শেষের সূচনা বলেই স্বীকৃত। এই ঘটনাটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের বন্ধ হওয়ার খবর নয়, বরং কলকাতার আর্থিক ঐতিহ্যের একটি যুগের সমাপ্তির প্রতীক। ভবিষ্যতে এই জমি ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে নতুন আর্থিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এভাবেই ১১৭ বছরের এই ঐতিহাসিক কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ অতীতের পাতায় ঢুকে গেল, যা দীর্ঘদিন ধরে এই শহরের আর্থিক চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

মহেশতলায় মদ্যপ যুবককে পিটিয়ে খুন, গ্রেপ্তার ২ ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহেশতলা: মহেশতলায় মদ্যপ যুবককে পিটিয়ে খুন। মহেশতলা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের গোপাল পুর মালিপাড়ার ঘটনা। জানা গিয়েছে, বরুণ মণ্ডল নামে পেশায় গ্রিল মিস্ত্রি মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরার সময় প্রতিবেশী চিরঞ্জিত মিত্রের মধ্যে প্রথম বচসা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে চিরঞ্জিত সহ তার ভাই শুভঙ্কর মিত্রও বচসায় জড়ায়। অভিযোগ, মিত্র দুই ভাই বরুণ মণ্ডলকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। প্রতিবেশীদের দাবি, দুই ভাইয়ের মার খাওয়ার পরেই ঘটনাস্থলেই বরুণ মণ্ডল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় জিনজিরা বাজার ফাঁড়িতে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বরুণকে উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাফ। বরুণ মণ্ডলের স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই একটি খুনের মামলা রুজু করে দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দু'ভাইকেই পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার তাদের আলিপুর কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি চার্জশিটে মানিক ও বিভাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য জানানো হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফ থেকে। চার্জশিটে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া নয়, অনেক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়েও চাকরি দেওয়া হয়নি। ওইসব চাকরিপ্রার্থীদের ভুয়ো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি ওই চার্জশিটে তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগও করা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফ থেকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা চার্জশিটে জানিয়েছে, মানিক ভট্টাচার্যর হয়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন বিভাস অধিকারী। আর এই টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি ব্যাংকশাল আদালতে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে ছিল বিভাসের এজেন্ট। সেই এজেন্টরাই বিভাসের হয়ে টাকা তুলতেন। বিভাসের হাত হয়ে সেই টাকা যেত মানিক ভট্টাচার্যের কাছে। চার্জশিটে নাম রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব রত্না চক্রবর্তীর। চার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, মানিক ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতো কাজ করতেন রত্না। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যকে। বর্তমানে তিনি জামিনে রয়েছেন। আবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-সিবিআইয়ের ডাকে বেশ কয়েকবার হাজিরা দিয়েছেন বিভাস। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ভুয়ো থানা খুলে গ্রেপ্তার হন বিভাস।

নৈহাটিতে বড়মার প্রণামী লুট হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটিতে বড়মার প্রণামী লুট হচ্ছে। এবার এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর আক্ষেপ, বড় বড় মন্দিরের প্রণামীর অর্থে অনেক সেবামূলক কাজকর্ম করা হয়। ট্রাস্ট গঠন করে হাসপাতাল গড়া হয়। অথচ এখানে বড়মার প্রণামীর অর্থে তেমন কিছুই করা হয় না। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বড়মার পুজো দিতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের আগমন উপলক্ষে বড়মার সন্নিকটস্থ এলাকা নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল। অভিষেককে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, নৈহাটিতে বড়মার গয়না সুরক্ষিত আছে তো? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যায় বিজেপি নেতা অর্জুন সিং জানান, 'ও তো চোর। কয়লা, বালি, পাথর সবই চুরি করেছে। এখন মায়ের কাছে এসেছেন। মায়ের তো অনেক সোনার গয়না আছে। ওগুলো আবার যাতে চুরি করে না নিয়ে যায়।' তাঁর দাবি, বড়মা তো এখন তৃণমূলের বড়মা হয়ে গেছেন। বড়মাকে পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বড়মা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পুজোর দিনে বড়মার আশীর্বাদ নিতে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করছেন। অথচ ভক্তদের তিন-চার কিমি ঘুরে মায়ের দর্শন পেতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বড়মার দর্শন পেতে ভক্তরা ভিড় করছেন। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জির আগমনের কারনে ওখানে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। ফলে পুণ্যার্থীর মায়ের কাছে পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়মার পুজো দিতে আসার কয়েক মিনিট আগে এক বৃদ্ধ মহিলাকে ভিড়ের মধ্যে সজোরে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। তাতে সেই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুধবার ভিডিও দিয়ে সেই দৃশ্য নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি টুইটে উল্লেখ করেছেন, বড়মা-কে দর্শন করতে আসা ভক্তদের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে বড়মা মন্দিরের প্রাইভেট লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যারাকপুর পুলিশ প্রশাসন কেবলমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিভিআইপি আতিথেয়তা নিশ্চিত করতে এবং তাঁকে খুশি করতে ব্যস্ত ছিল। আর ভক্ত কিংবা দর্শনার্থীদের পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছিল। যদিও বড়মা সবার।

গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার ক্লাবের অন্নকূট উৎসবে সামিল হলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছবি: অদিতি সাহা

তালতলায় নিজের বাড়িতে মাতৃ আরাধনায় প্রার্থনা সারলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মানা চক্রবর্তী। ২০২৬ সালে বিপুল ভোটে জিতে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে চান তিনি। তালতলার চক্রবর্তী বাড়ির পুজো বহু শতাব্দী প্রাচীন।

ভাইফোঁটা উপলক্ষে ক্রেতাদের ভিড় মিষ্টির দোকানে।

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য 'সহানুভূতি' বৃত্তির ব্যবস্থা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। রাজ্যের গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য 'সহানুভূতি' বৃত্তির আবেদন আহ্বান করেছে। নবম শ্রেণি ও তার উপরে অধ্যয়নরত বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা এই প্রকল্পের আওতায় আবেদন করতে পারবেন।

এই বৃত্তির মূল লক্ষ্য, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বা পেশাগত শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদান। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকা পড়ুয়ারা এর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার গণশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিকের দপ্তরে আগামী ২৮ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বীকৃত সংগীত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত পড়ুয়ারাও এই বৃত্তির আওতাভুক্ত।

যোগ্যতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের আগের শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং তাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার বেশি হওয়া চলবে না। সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আইএফএসসি কোড প্রদান বাধ্যতামূলক।

এই প্রকল্পে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা প্রতি মাসে ৩০০ টাকা এবং আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা ৫০০ টাকা করে পাবেন। দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত ২০০ টাকা রিডারের ভাতা হিসেবে পাবেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিমাণ ধাপে ধাপে বাড়বে; যেমন পিএইচডি স্তরের দিবাভোগীরা মাসে ২৫,০০০ টাকা, আবাসিকরা ২৬ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত দু'হাজার টাকা রিডারের ভাতা পাবেন।

এছাড়া যাতায়াত বা সহায়ক ভাতা এবং বছরে দু'হাজার টাকা করে বই, সরঞ্জাম, সহায়ক যন্ত্রপাতি বা শিক্ষাসামগ্রী কেনার জন্য অনুদান দেওয়া হবে। তবে যারা রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের অন্য কোনও বৃত্তি বর্তমানে পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না বলে জানিয়েছে দপ্তর।

বাড়ির সামনে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদে প্রতিবাদীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ির দরজার সামনে শধবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় মারধর করা হল এক ব্যক্তিকে। সোমবার কালীপুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁশদ্রোণী এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে সরোজকুমার সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বাঁশদ্রোণী থানা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলি উপলক্ষ্যে সারা শহর জুড়েই বাজি ফাটছিল। অভিযুক্ত যুবক এলাকায় নিষিদ্ধ শধবাজি ফাটাচ্ছিলেন। তিনি সেই বাজি ছুড়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি বাড়ির দরজার সামনে ফেলছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিকট শধেই ফাটছিল চকলেট বোমাগুলো।।

এর প্রতিবাদ করেন ওই বাড়ির মালিক। তিনি অনুরোধ করেন, এখানে বাজি না ফাটাতে। বলেন, তাঁর শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তাই বাজির শধে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু উত্তরে অভিযুক্ত যুবক জানান, তিনি সেখানেই বাজি ফাটাবেন। কারণ তিনি রাস্তায় বাজি ফাটাচ্ছেন। তাতে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেন না। এই নিয়ে অভিযোগকারীর সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি শুরু হয়।

অভিযোগ, তখন আচমকাই রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ইট তুলে তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়েন সরোজ নামে ওই যুবক। ইট অভিযোগকারীর কপালে লাগে। তাঁর কপাল ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুলিশকে ফোন করে বিষয়টি জানান। থানার অফিসাররা এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই মাঝবয়সি ব্যক্তিকে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মারধরের কেস রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সম্পাদকীয়

উদাসীন প্রশাসন, ফুটপাথে হকাররাজ, দুর্ঘটনা বাড়ছে ১৪ নং জাতীয় সড়কে

ফুটপাতজুড়ে হকাররাজ। দখলদারদের কবলে চলে যাচ্ছে মূল রাস্তাও। এমনকী যাত্রী প্রতীক্ষালয়ও হয়ে উঠেছে অবৈধ পার্কিংয়ের জায়গা। যার জেরে যানজট। ঘটছে দূর্ঘটনা। বীরভূমের রামপুরহাটের বাস স্ট্যান্ড থেকে ভাঁড়শালা মোড় হয়ে মেডিক্যাল কলেজ মোড় পর্যন্ত ১৪ নং জাতীয় সড়কের দু'ধারের এটাই চেনা ছবি। নিট ফল, যানজটে আমজনতার ভোগান্তি, তেমনি দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে রাস্তা। উদাসীন পুলিশ ও প্রশাসন। সবকিছুই চলছে তাঁদের নাকের ডগায়। আক্ষেপের সুরে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, দেখার কেউ নেই।। বাস্তবটা হচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল এই ১৪ নং জাতীয় সড়ক। স্থানীয় ও দূরপাল্লার বহু বাস এবং পণ্যবাহী যান চলাচলের অন্যতম ভরসা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই কমে আসছে এই সড়কের গতি। সৌজন্যে বেআইনি দখলদারি। রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে মেডিক্যাল কলেজ মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দু'ধার চলে গিয়েছে দখলদারদের কবজায়। কোথাও অটো, টোটোর স্ট্যান্ড। কোথাও আবার অবৈধ পার্কিং জোন। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অজস্র নার্সিংহোমের সাইনবোর্ডে ঢাকা পড়েছে।ফুটপাত। রাস্তা ছোট হয়ে গিয়ে বাড়ছে যানজট। সড়কের উপর দাঁড়িয়েই যাত্রী ওঠাচ্ছে নামাচ্ছে বাস। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশের দেখা মিললেও সড়কের দু'ধারের ফুটপাত দখলমুক্ত হচ্ছে না, কমছে না যানজট।মেডিক্যাল কলেজের সামনের ছবিটা আরও খারাপ। সড়কের দু'ধারের ফুটপাত হয়ে উঠেছে টোটো ও গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। প্রতীক্ষালয়গুলিতেও বাইক ও গাড়ির অস্থায়ী পার্কিং। গাড়ির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কিছুটা চলে এসেছে মূল রাস্তার ওপরে। ফলে গতি কমছে যানবাহনের। বাড়ছে দূর্ঘটনা। বাস এলে পথচারিদের চলাই দায়।কারণ, রাস্তার মধ্যেই বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো নামানো চলে। ফলে হাসপাতালের সামনে যানজট বাড়ছে হাসপাতালের সামনে। রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স যানজটে আটকে। নির্বিকার ট্রাফিক পুলিশ। কমে এর থেকে মুক্তি মিলবে আশায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

শব্দবাণ-৪২১

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮		৯
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মুমূর্ষু ব্যক্তি ৩. সম্মান,কদর ৫. শৈবসন্ন্যাসিনী ৭. পদ্ম, কমল ৮. সহ্য করা ১০. সহোদর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. লোকসান ২. মহাদেবের মূর্তিবিশেষ ৩. খোলা ৪. মণিমুক্তোর কারবারি ৬. ব্যজন, বাতাস দেওয়া ৯. বিবিধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২০

পাশাপাশি: ১. ব্যভিচার ৩. গৌরব ৪. হালত ৬. নকিব ৯. উত্তম ১০. নিরুত্তর।

উপর-নীচ: ১. ব্যবস্থা ২. রসাল ৩. গৌরীদান ৫. তস্থিরাম ৭. কিডনি ৮. চাউর।

জন্মদিন

আজকের দিন

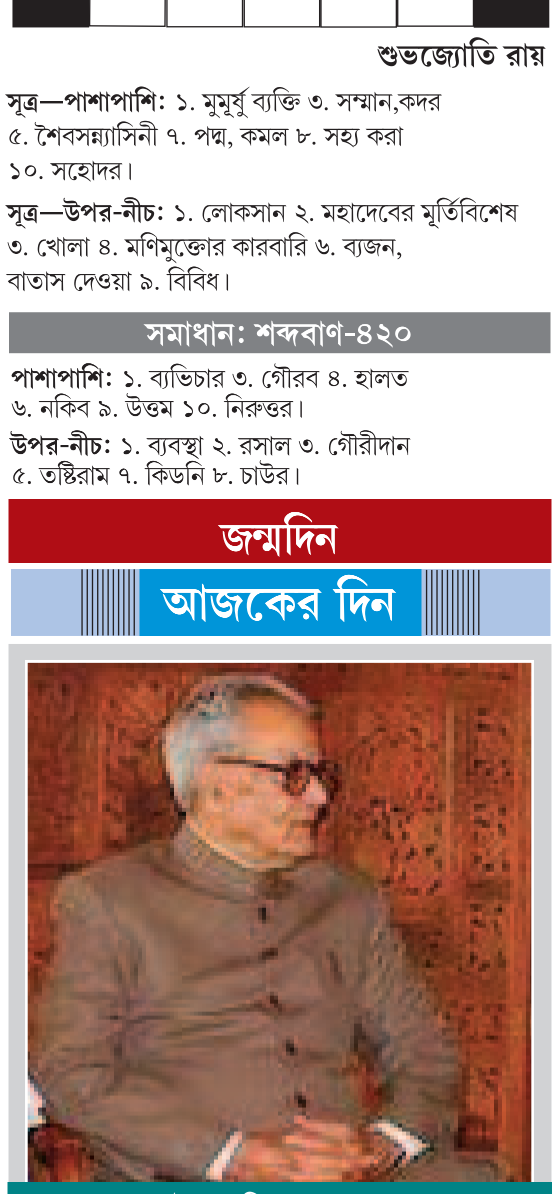

ভৈরো সিং শেখাওয়াত

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভৈরো সিং শেখাওয়াতের জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দেবেন ভার্মার জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মালাইকা অরোরার জন্মদিন।*

বাঙালি সংস্কৃতির সম্পর্ক ও আবেগের নাম ভাইফোঁটা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, বাঙালি সম্পর্ক-আবেগের নাম ' ভাইফোঁটা '। অতি মিষ্টি সম্পর্ক এই ভাইবোন। অন্তত একদিন হলেও ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আপনি আমি আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ি। কি সুন্দর না ছিল সেই ছোটবেলা! আমরা কি বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে শুরু করবো মানে,পথের পাঁচালি দিয়ে? কার না মনে আছে কাশবনের মধ্যে দিয়ে অপু-দুর্গার সেই ছুটে বেড়ানোর কথা। সেই ট্রেন দেখা আসলে অনেকটা আবেগময় ঘনও পরিবেশে ভাইবোনের সময় কাটানো! কি মনোরম সেই সব দৃশ্য! একে অপরের হাত ধরে ছুটছে আর চরম বাতাসে কাশরাশি হাসছে। মাঝে অপুর কাঁটা ফুটেছিল কিনা জানি না। তবে ফুটলে অপুর থেকে বোধহয় বেশি ব্যাথা পেতো দুর্গা। ভুল বললাম। ব্যথা নয়, কষ্ট বলাটাই ঠিক। কারণ সে ভাই ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। সত্যজিৎ রায় আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকে কি অদ্ভুত ভাবে দেখিয়েছেন! আমরাও দেখেছি। ভুল বললাম। দেখার সাথে মুগ্ধ ও হয়েছি।

হ্যাঁ, সেই মুগ্ধতা আমরা আজও দেখতে পাই। যেখানে ছড়ানো হয়েছিল বাঙালির আবেগ তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপলব্ধি করেছে সম্পূর্ণ জাতি। নইলে বাড়িতে হিজড়ে র কোলে ভাইকে তুলে দিতে হবে বলে কেনো নিজ দিদি ভাইকে নিয়ে পালিয়ে যাবে! শিশুমন ভেবেছিল ভাইকে নিয়ে তারা হয়তো চলে যাবে। সেই ভাই কি তবে পরে জানতে পারলে বোনের কোনো অসুবিধাকে সামনে আসতে দেবে? না, দেবে না। মনে পড়বে না ভাইফোঁটায় সে কথা। 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা' কি এক্ষেত্রে যথার্থ নয়? মনে করি শুধু যথার্থ নয়, মহত্বও বটে। তাই ভাই যত দূরেই থাকুক না কেন বোনের কাছে চলে আসে বা বোন যত দূরেই থাকুক না কেন ভাই চলে আসে এই ফোঁটা নিতে বা দিতে। এটা শুধু চন্দনের বা দইয়ের ফোঁটা নয়, এটা এক নিবিড় অনুভূতিময় সম্পর্কের ফোঁটাও বটে। অনেকেই এর সাথে কিছুক্ষেত্রে রক্ষা বন্ধনের কথা বলেছেন। তবে কিছুটা এক হলেও রাখিবন্ধন অনেকটা আলাদা। রাখিবন্ধন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। অনেক পরে মানুষ বুঝল এই রাখিবন্ধন আসলে মিলনোৎসব। রাখি ছোট বড় ছেলে মেয়ে সবাইকে পড়ানো যায়। না, তার সাথে এই আবেগময় ভাইফোঁটা সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে বোন বড় হলে ভাইয়ের পা ছুঁতে বা বা ভাই বড় হলে বোনের মাথায় আশীর্বাদ দিতে কোনো অসুবিধা থাকে না। দূর্বা, প্রদীপ,ধান, চন্দন, মিষ্টি সহ মনোরম পরিবেশে চলে এই অনুষ্ঠান। বিদেশে থাকে ভাই হয়তো সেখানকার কালচারে ভুলে গেছে এই সংস্কৃতিতে তা কোনমতেই হতে পারে না। বরং এমনও তো দেখা গেছে নিজের কোনো বোন না থাকলেও পাতানো বোনের টানে ভাই ফ্লাইটে ছুটে এসেছে। এর নাম বাঙালি। এর নাম বাঙালির সংস্কৃতি।

বেকার ভাইটির কথা বলাই হয়নি। সেও দারুন গিফট নিয়ে এসেছে বোনের জন্যে। এই ভাইফোঁটার দিনটি তার কাছে খুব স্পেশাল। অনেক মারপিটের কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে। কোচিং ফেরত বোনকে কে যেন বাজে কথা বলেছিল, এই ভাই তার সাংঘাতিক প্রতিবাদ করেছিল। আজ বোনের ও সে কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মিষ্টি, দই, বদে,লুচি-আলুর দম ভাই ভালোবাসে। তাই বোন আগের দিন রাত থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে। ভালো করে রান্না করতে তার জুড়ি মেলা ভার। এমন কতই ভাই আছে যার কোনো নিজের বোন নেই আবার এমন কতই বোন আছে যার কোনো নিজের ভাই নেই। ফলে ওই জ্যত্তুত খুড়তুতো ভাইবোনের উপরেই নির্ভর করতে হয়। আর তাই যদি না হয় তবে ওই পাশের বাড়ির কেউ না অতি কাছের সম্পর্কের কেউ ছেলে বা মেয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। তবু তো হয়! এটাই বাঙালি কালচার,এটাই আমাদের সংস্কৃতি। অন্য অনেক জাতি এই কারণে বাঙালিকে সহ্য করতে পারে না। কারণ একটাই — এই সংস্কৃতিতে সব কিছু একেবারে গোছানো রয়েছে। কোনো হিংসা বা অন্য কোনো ঈর্ষা এখানে নেই। সব কিছু একেবারে গোছানো পরিপাটি। ভাই জানে বোনের পছন্দকে। সুতরাং সেই মত গুছিয়ে এনেছে তার উপহার। যা সে দামী বা কমদামী যায় জিনিস হোক না কেনো। এখানে ভালোবেসে পছন্দের জিনিসটি জোটানোই শেষ কথা।

এক কথায় একটা সুন্দর সম্পর্কের উৎসবের নাম ভাইফোঁটা। পিতা মাতাও এটা ভেবে সন্তুষ্ট যে অন্তত ভাইবোনের মধ্যে কি অনাবিল মিল তা দেখে। এই ভেবেই সন্তুষ্টি যে অন্তত বউ ভাইবোনের এই সম্পর্কের কোন চির ধরাতে পারেনি। এই আবেগের নাম বাঙালি। দীপাবলি যেমন আলোর উৎসব তেমনই ভাইফোঁটা হলো এক অনন্ত আবেগের উৎসব। এখানে কোনো ভেজাল নেই। আছে এক নিপাট ভালোবাসার সম্পর্ক। আমরা দেখেছি যে আমাদের মধ্যে অনেক কালো দিক থাকলেও আমরা এই দিকে সর্বদাই সঠিক। আমরা এমনও দেখেছি কোনো কথায় ভাই বা বোনের মধ্যে মনে এক বড় অশান্তি জমে থাকলেও ভাইফোঁটার তা সম্পূর্ণ শেষ। এমনই এর মহত্ব। আমরা দেখেছি আমাদের এই সম্পর্কের উৎসব আমাদের কত কিছু শেখায়। সেদিনের সেই না বলা কথা, সেদিনের সেই জেদ, সেই রাগ আজ আর নেই। কারণ আজ ভাইফোঁটা।

সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতি কতটা রিচ তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এক কথায় একটা সুন্দর সম্পর্কের উৎসবের নাম ভাইফোঁটা। পিতা মাতাও এটা ভেবে সন্তুষ্ট যে অন্তত ভাইবোনের মধ্যে কি অনাবিল মিল তা দেখে। এই ভেবেই সন্তুষ্টি যে অন্তত বউ ভাইবোনের এই সম্পর্কের কোন চির ধরাতে পারেনি। এই আবেগের নাম বাঙালি। দীপাবলি যেমন আলোর উৎসব তেমনই ভাইফোঁটা হলো এক অনন্ত আবেগের উৎসব। এখানে কোনো ভেজাল নেই। আছে এক নিপাট ভালোবাসার সম্পর্ক। আমরা দেখেছি যে আমাদের মধ্যে অনেক কালো দিক থাকলেও আমরা এই দিকে সর্বদাই সঠিক। আমরা এমনও দেখেছি কোনো কথায় ভাই বা বোনের মধ্যে মনে এক বড় অশান্তি জমে থাকলেও ভাইফোঁটার তা সম্পূর্ণ শেষ। এমনই এর মহত্ব। আমরা দেখেছি আমাদের এই সম্পর্কের উৎসব আমাদের কত কিছু শেখায়। সেদিনের সেই না বলা কথা, সেদিনের সেই জেদ, সেই রাগ আজ আর নেই। কারণ আজ ভাইফোঁটা। আজ আর সে কথা মনে রাখতে নেই। আর এই কথা আর বেশি মনে পড়ে ভাইটি বা বোনটি না থাকলে। এই আবেগ কি পৃথিবীর কোনো সম্পর্কে আর তেমন দেখা যায়? আমার তো মনে হয় না।

উৎসব মানে খাওয়া দাওয়া আনন্দ উল্লাস তা আমরা জানি। উৎসব মানে কতটা আবেগ তা আমরা এই ভাইফোঁটার জানলাম। অনেকে এই উন্মাদনাকে ঠিকমতো সম্মান দিতে পারেনি। যারা পারেনি তাঁরা বাঙালি নয়। এই সম্পর্কে বুঝতে বাঙালি হতে হবে। হিন্দু হলেও চলবে। আমাদের জাতি কত রিচ তা এই সব উৎসবে বোঝা যায়। আমাদের আবেগ কত সুন্দর তো এই সব আসরে বোঝা যায়। কত ভাল ও সুন্দর মন তা এই ধরনের উৎসব না থাকলে জানা যেতো না। সম্পর্ক কত সুস্থ বা মধুর হতে পরে তা এই ধরনের উৎসব না থাকলে জানা যেতো না। অনেক না পাওয়ার পর কিছু পাওয়ার নাম ভালবাসা। একটা ভাইফোঁটা না থাকলে তা জানা যেতো না। কত বড় আবেগ, কত বড় সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে একটা বাঙালির এই উৎসব না থাকলে জানা যেতো না। আমাদের অস্তিত্বের, আমাদের সংস্কৃতির, আমাদের ভালোবাসার ক্ষেত্র হলো আমাদের সম্পর্ক। আমাদের ভাব আছে। আমাদের ভালোবাসা আছে। আমদের আবেগ আছে। কারণ আমাদের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমি বাঙালি। আমি গর্বিত আমি বাঙালি। আমাদের জাতিতে আমি গর্বিত। আমি গর্বিত বলেই আমাদের গরিমা বিশ্বব্যাপি ব্যাপ্তি পেয়েছে। আমাদের কালচারকে দেখো। দেখবে সেখানে একটি জাতির সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। অনেক সাধনায় আমার জন্ম। অনেক আশা, ভালবাসা নিয়ে আমাদের জন্ম। আমার জন্ম আমার ভালোবাসাকে জাগিয়ে রাখে। আমার জন্ম আমার প্রজন্মকে চেনায়। চেতনায়, ভাবে-ভাবনায় আমি গর্বিত। কারণ আমাদের ভালোবার সম্পর্ক আছে। ভাইফোঁটা তার অন্যতম। জানেন সে কথা। আপনি মানেন সে কথা। আপনার রুচির পাশে ঠাঁই করে নিয়েছে আপনার একান্ত অনুভূতি। তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনার-আমার,সকলের। আমরা কি পারব না আমাদের সেই সম্পর্ককে আলো দিয়ে, জল দিয়ে, বাতাস দিয়ে পরিপূর্ণতা দিতে। নিশ্চয় পারবো। নইলে আমাদের সম্পর্কের নিবিড় অনুভূতি এই ভাইফোঁটা উত্তরোত্তর এতো সুন্দর হতো না। অনুভূতি দিয়ে ভাবলে নিশ্চয়ই টের পাবেন।

সূর্য, সাধনা ও সামাজিক সাম্য ছট মহাপর্বের চিরন্তন আলো

সুব্রত পাল

ভারতবর্ষ উৎসবপ্রিয় দেশ। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পালিত হয় নানান রঙিন উৎসব;কখনও আড়ম্বর, কখনও নিভৃত ভক্তি ও পবিত্রতার মেলবন্ধন। সেই ভক্তির ধারায় ছট মহাপর্ব এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। এটি কেবল একটি পূজা নয়, বরং এক কঠোর তপস্যা, এক আত্মশুদ্ধির সাধনা, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও পরমাত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় গভীর এক আধ্যাত্মিক বন্ধনে। সূর্যদেব ও তাঁর ভগিনী ঊষা বা 'ছটি মাইয়া'-র প্রতি নিবেদিত এই উৎসব আজ বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, নেপালের তরাই অঞ্চল ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের ভারতীয় সমাজে এক পরিচিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

ছটপূজার ইতিহাস প্রোথিত সুদূর বৈদিক যুগে। ঋগ্বেদে সূর্যকে প্রাণশক্তির উৎস এবং ঊষাকে নবজীবনের প্রতীক হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, সেই বৈদিক সূর্যোপাসনাই আজকের ছট ব্রতের ভিত্তি। পৌরাণিক কাহিনিতে এই ব্রতের নানা উল্লেখ পাওয়া যায়;অযোধ্যায় বনবাস শেষে প্রত্যাবর্তনের পর ভগবান রাম ও সীতা কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন; সূর্যপুত্র কর্ণ প্রতিদিন কোমর-পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পূজা করতেন; দ্রৌপদীও পাণ্ডবদের রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ছট ব্রত পালন করেছিলেন। এই সমস্ত কাহিনি ছট মহাপর্বকে আধ্যাত্মিক গভীরতা ও ঐতিহাসিক পবিত্রতায় সমৃদ্ধ করেছে।

ছটপূজা চার দিনব্যাপী এক কঠোর অনুশাসনের সাধনা। প্রথম দিন 'নহায়-খায়'-এর মাধ্যমে ব্রতের সূচনা হয়। ব্রতীরা নদী বা পুকুরে স্নান করে শরীর ও মন পবিত্র করেন, তারপর সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করেন;লাউ, অড়হর ডাল ও ভাত। পরের দিন 'খরনা' বা 'লোহান্ডা', যেখানে সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় গুড়ের ক্ষীর ও রুটি রান্না করে ছটি মাইয়াকে নিবেদন করা হয়।

এরপর শুরু হয় ৩৬ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস। তৃতীয় দিনে, অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে, ব্রতীরা অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। নদীর ঘাটে পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে সূর্যকে ধূপ, দীপ, ফল, দুধ,ঠেকুয়া, আখ ও নারকেল দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া হয়,এবং পুণ্যার্থীরা নারকেল দিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লুট ও দেন। সূর্যাস্তের সময় ঘাটের পরিবেশ ছটগানে মুখরিত হয়ে ওঠে, যেন এক স্বর্গীয় আবেশে মিশে যায় সমস্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা। শেষ দিন, সপ্তমী তিথিতে, সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রতীরা পুনরায় ঘাটে উপস্থিত হন এবং উদীয়মান সূর্যের প্রথম কিরণকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এই 'ঊষা অর্ঘ্য' আলোর জয়, অন্ধকারের অবসান ও নতুন জীবনের সূচনার প্রতীক। এরপর প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে এক মহিমান্বিত ব্রতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছট মহাপর্বের গভীরে লুকিয়ে আছে এক অনন্য জীবনদর্শন। এটি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব;সূর্য, জল, বায়ু ও ধরিত্রী এই চার উপাদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই উৎসব মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে শেখায়, পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝায়। একই সঙ্গে এটি এক আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনা;৩৬ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস শরীরকে বিষমুক্ত করে, মনকে স্থিতিশীল করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে। সূর্যরশ্মি ভিটামিন-ডি-এর উৎস, তাই বৈজ্ঞানিক দিক থেকেও এই ব্রত মানবশরীরের জন্য উপকারী। ছটপূজার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক সাম্য;এখানে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ নেই। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই একই জলে দাঁড়িয়ে একই সূর্যকে প্রণাম করে। এই সমতা সমাজে একতার ও মানবতার বার্তা বহন করে।

ছট উৎসব পরিবারের বন্ধনকেও দৃঢ় করে। ব্রত পালনকারী নারীর সঙ্গে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যুক্ত থাকে;পূজার উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে ঘাটে যাওয়া পর্যন্ত। ঘাটে ছটগান, ঢোলের আওয়াজ, ধূপের গন্ধ ও নদীর জলে সূর্যের প্রতিফলন;সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ।

তবে আধুনিক যুগে এই উৎসব কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নদী ও জলাশয়গুলির দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং অনিয়ন্ত্রিত ভিড় এই পবিত্র উৎসবের স্বচ্ছতা নষ্ট করছে। তাই প্রয়োজন প্রকৃতিকে রক্ষা করে, পরিবেশবান্ধব উপায়ে এই মহাপর্ব পালন করা।

ব্যবসা বাঁচাতে ট্রাক মালিকরাই তৈরি করবেন কজওয়ে

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: ট্রাক মালিকদের উদ্যোগে শুরু হল কজওয়ে রাস্তা তৈরির প্রাথমিক কাজ। ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর দীর্ঘদিন ধরে তিল পাড়া মিহির লাল সেতুর ওপর দিয়ে ওভারলোডের ট্রাক চলাচল বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েক মাস আগে সংস্কারের অভাবে লকগেট ভেঙে গিয়েছিল, সেতুটির ওপর দিয়ে প্রশাসন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছিল। পাঁচামি পাথর ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ও প্রশাসনের তৎপরতাই অস্থায়ী রাস্তা তৈরি হলেও বর্ষায় তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মিহির লাল সেতু দুর্বল থাকায় ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। নদী থেকে বালি তোলাও বন্ধ রয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত নজর রাখছে অবৈধভাবে যাতে বালি তোলা না হয় এবং মিহিরলাল সেতুর উপর দিয়ে যাতে ভারী যান চলাচল না করে। আর এরফলেই পাথর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, ট্রাক মালিকরা বিপত্তিতে পড়েন। বীরভূমের জেলা শাসকের সঙ্গে বারবার আলোচনার পর স্থির হয় সিউড়ি বাইপাস হয়ে সাঁইথিয়া দিয়ে পাঁচামি থেকে পাথর তুলে যান চলাচল করা যেতে পারে। মালিকরা প্রশাসনের নির্দেশ মতো ঘুর পথে পাথর পরিবহণ করলেও মুনাফার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। তাই পাথর ব্যবসায়ী এবং ট্রাক মালিকরা সংঘবদ্ধভাবে জেলা প্রশাসন, সেচ বিভাগের কাছে বিকল্প কজওয়ের তৈরির প্রস্তাব দিলে নানা দিক খতিয়ে দেখে প্রশাসন কয়েকটি শর্তে তাঁদেরকেই কজওয়ে তৈরির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। প্রশাসনের নির্দেশ মেনে কজওয়ে তৈরির জন্য ট্রাক মালিকেরা পাথর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মালিকদের নিয়ে একটি সভা করে। এবং সেখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন কজওয়ে তৈরির জন্য স্থানীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে নিয়ে ঠিকাদার নিয়োগ করে কজওয়ে তৈরি করবেন। পাঁচামী ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মশির মণ্ডল এবং সংগঠনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বলেন, কজওয়ে তৈরি হলে পাথর ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিকদের উভয়েরই লাভ হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় টুলু মণ্ডল এবং কাজল শেখের তত্ত্বাবধানে এই কজওয়ে তৈরি হবে। এবং সে ক্ষেত্রে ট্রাক মালিকেরা বীরভূম ট্রাক এন্ড টিপার অপারেটরস এবং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে টাকা তুলে কজওয়ে তৈরিতে সাহায্য করবেন। সে ক্ষেত্রে গাড়ি পিছু ২০০ টাকা করে আদায় করবেন নির্মাণকারীরা। বুধবার সিউড়িতে একটি বেসরকারি লজে বীরভূম ট্রাক এন্ড টিপার অপারেটরস এবং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনেরএর সম্পাদক আনাশ আহমেদ জানান মালিকদের উদ্যোগে এই প্রথম পাথর ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিকদের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে কজওয়ে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল। ট্রাক মালিকরা দৈনিক ২০০ টাকা করে প্রতি ট্রিপে টাকা দেবেন। তবে রাস্তায় কোনরকম টোল খোলা হবে না। এদিন ট্রাক মালিক সংগঠনের সদস্যরা এবং পাঁচামী ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত বৈঠকের পর সকলে ময়ূরাক্ষী নদীতে কজওয়ে তৈরির জন্য শিলান্যাস করেন।

সিউড়ি আদি রবীন্দ্র পল্লি সর্বজনীনের কালীপ্রতিমা।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বাঘা যতীন ক্লাবের শ্যামা প্রতিমা।

খানাকুলে শব্দবাজির তাণ্ডব, বাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দেদার শব্দ বাজির দাপট খানাকুল জুড়ে বলে অভিযোগ। ব্যর্থ খানাকুল থানার নজরদারি। আর তারই ফলে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক। জানা গেছে, বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের কাকার বাড়িতে বাজি থেকে আগুন লাগে। খবর পেয়ে আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দল নেতা সহ তৃণমূল কর্মী সমর্থক। এদিন বিজেপির মৎস্য কর্মাধক্ষের কাকার বাড়িতে বাজি থেকে আগুন লাগে। ভস্মীভূত হয় মাটির বাড়ি। প্রাথমিক ভাবে তৃণমূল নেতা নূর নবী মণ্ডল-সহ তৃণমূল কর্মীরা ও স্থানীয় লোকজনই আগুন নেভানোর কাজ করে। পরে খানাকুল থানার পুলিশ ও বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এলাকায় গিয়ে পৌঁছায়। খানাকুলের রাজহাটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশালীর বেনাপুকুর এলাকার ঘটনাটি ঘটে। এখানেই বাড়ি জয়দেব সাঁতরার। তিনি আবার সম্পর্কে বিজেপির খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মিঠুন সাঁতরার কাকা। বাড়িটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালী পুজো উপলক্ষে বাচ্চারা বাজি ফাটাচ্ছিল। সেখান থেকেই মাটির বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন দেখেই ২ জন আতঙ্কে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাদের খানাকুল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় খানাকুল থানা পুলিশ। বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, খানাকুল থানার পুলিশের নজরদারির অভাব ছিল। আসলে নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত ওসি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ। নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল না জানার ফলে দেদার বাজির দাপট দেখা যায় খানাকুলে। পুলিশ নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিন্তু কেন? এখানেই রহস্য দানা বাঁধছে। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন,'পুলিশ বাজি উদ্ধার করছে বলে প্রচার করছে অথচ কেউ গ্রেপ্তার হচ্ছে না। এটা অদ্ভুত একটা ভূতুড়ে খেলা। আর এই জন্য খানাকুল জুড়ে বাজির দাপট। আসলে সবই কাটমানির খেলা। পুলিশ, চোরের লুকোচুরির খেলা। পুরো সিস্টেমে দুর্নীতিগ্রস্ত। তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।' খানাকুলের সিপিআইএম নেতা বিপ্লব মিত্র বলেন,'সরকারকে দেখানোর জন্য বাজি উদ্ধার করছে। কিন্তু তৃণমূলের একাংশ এই বাজির সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করছে না।' খানাকুল দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত সিংহ রায় বলেন, 'বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা বলতে হয় বলছেন। তৃণমূল বাজী উৎপাদনে জড়িত নয়। এখন ওখানে বাজি তৈরি হয়নি। অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে বিক্রি হয়। পুলিশ উদ্ধার করছে।'

পুলিশের সাধু উদ্যোগ, মা-বাবাকে ফিরে পেল ভিন রাজ্যের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এ যেন হিন্দি সিনেমা 'বজরঙ্গি ভাইজান' এর নিখুঁত উদাহরণ। সীমান্তে মানসিক ভারসামহীন যুবকের বাস্তব জীবনের কাহিনী যেন সালমন খানের বজরঙ্গি ভাইজান ছবি। সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়াজালে আইনি জটিলতায় আটকে থাকা যুবক ফিরতে চাইছিল মা-বাবার কাছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই উদ্যোগী হয় পুলিশ প্রশাসন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে তারালি হাকিমপুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল এক যুবক মমিনুর রহমান। বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি পাইথালী গ্রামে। বাবা গাউস মোড়ল, মা মর্জিনা বিবি। ২০১৭ সালে বয়স যখন ১২, মানসিক ভারসাম্যহীন সেই কিশোর অজান্তেই বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিল। বাংলাদেশে তার বাবা-মা আশাশুনি থানায় নিখোঁজের ডাইরি করেন। স্বরূপনগরের তারালি হাকিমপুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তার দেখভাল করতেন। বর্তমান বয়স তাঁর ২০। এলাকার এক যুবক তার জীবন কাহিনী নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পোষ্ট করেন। তখনই ভিনদেশে থাকা ওই যুবকের বাবা ও মা ছেলের খোঁজ পান। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেলেকে দেখে চিনতে পারেন এবং সেখানে তাঁরা কমেন্ট করেন। উপযুক্ত নথিপত্র ইতিমধ্যে দেখান তাঁরা। জানতে পারেন তাদের এই হারানো ছেলে মমিনুর। ইতিমধ্যে যুবককে নিয়ে স্বরূপনগর থানায় পুরো বিষয়টা জানান স্থানীয়রা। এবং ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের সীমান্তর বাহিনীর কাছে তার উপযুক্ত নথিপত্র দিয়ে বলেন, '১২ বছর বয়সে কিশোর সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢোকে। পাশাপাশি হারানো ছেলের সঙ্গে বাবা-মা ভিডিও কলে কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন।' এই দৃশ্য একবার মনে করিয়ে দিল বজরঙ্গ ভাইজানের ছবি। হারানো ছেলেকে ফিরে পেতে ইতিমধ্যে সচেষ্ট হয় পুলিশ ও প্রশাসন। তারাই উদ্যোগ নিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে উপযুক্ত নথিপত্র পাঠিয়েছে। সেই নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে। মমিনুর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলার পর সে দেশে ফিরতে চায় তার পরিবারের কাছে।

হুগলির ডানকুনির রঘুনাথপুর বন্দের বিল পঞ্চানন রিক্রিয়েশন ক্লাবের শ্যামাপুজো।

সিঙ্গুরে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বাড়ির পুজো। ছবি: বনস্পতি দে

কালীপুজো প্রাঙ্গণে লেজার শো, বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কালীপুজোর ঐতিহ্য বারাসাত। তবে পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু পুজোও এবার তাক লাগিয়েছে। তারমধ্যে আছে অশোকনগর বিধানসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৮ নম্বর স্কিমের অগ্রদূত ক্লাব। ৫৬ তম বর্ষে তাঁদের আকর্ষণ হিমালয়ের পাদদেশে কুমায়ুন রেঞ্জের পার্বত্য জনজাতিদের শিব অর্থাৎ গলু দেবতার মন্দিরের অনুকরণে মণ্ডপসজ্জা। থিম 'আদিবাসী আঙিনায়'। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুট এবং চওড়া প্রায় ৫৫ ফুটের মণ্ডপটি সাজানো হয়েছে চট, বেত দিয়ে। নানান আকৃতির পোড়ামাটির উপর প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে মণ্ডপের কারুকার্য করা হয়েছে। রয়েছে ফাইবারের নানান মূর্তি। মাটির সাবেকি রূপের মায়ের প্রতিমার পাশাপাশি রয়েছে শিবের মূর্তি। মণ্ডপসজ্জা তাক লাগালেও দর্শনার্থীদের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে অগ্রদূত ক্লাবের লেজার শো। মণ্ডপের সামনে থাকা পুকুরের মধ্যেই চলছে আলো ও শব্দের খেলা। যা সামগ্রিক পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চন্দননগরের আলোকসজ্জার এই লেজার শো-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী, গণেশ বন্দনা, রক্তবীজ রাক্ষসী বধ-সহ নানান ধর্মীয় উপাক্ষ্যান। বারাসাত শহর থেকে দূরে জেলা সভাধিপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর খাস তালুকে এমন একটি পুজো দর্শনার্থীদের মন কেড়েছে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গোস্বামী জানান, 'মণ্ডপসজ্জা অনেকেই তাক লাগিয়েছে, তবে অগ্রদূত ক্লাব একটু ব্যতিক্রমী। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচার চলেছে, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ক্লাবটি লেজার শো-এর মাধ্যমে বাংলার মনীষীদের জীবনী ও ধর্মীয় উপাক্ষ্যানকে তুলে ধরে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।'

ইংরেজবাজারে কালীপুজোর মেলায় চটুল নাচ, আটক ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদনখ, মালদা: কালীপুজো উপলক্ষে ইংরেজবাজারের জোতগোপাল গ্রামে বসেছিল মেলা। আর সেই মেলাতেই চলছিল চটুল নাচ এবং জুয়ার আসর। মঙ্গলবার রাত তিনটা নাগাদ খবর পেয়ে অভিযান চালায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। আটক করে ওই গ্রামের ১৫ জন গ্রামবাসীকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ ভাঙচুর করে সেই জুয়ার ঠেক। গ্রামবাসীরা বাধা দিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বুধবার সকালে ইংরেজবাজার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান জোতগোপাল গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার নরহাটটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতগোপাল এলাকায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অন্যায় ভাবে ফাঁসানো হয় গ্রামের লোকেদের। তাদের মুক্তির দাবিতে বুধবার সকাল থেকেই ইংরেজবাজার থানার সামনে শতাধিক মহিলা সহ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০০ বছরের পুরনো জোতগোপাল কালী পুজোর মেলাটি। প্রতিবছরের মতোন এবছরও ওই এলাকার একটি খেলার মাঠে এই মেলার আসর বসেছিল। কালী পুজোর দিন থেকে শুরু হয়ে মেলা চলে তিনদিন। তবে এই মেলায় মূলত চটুল নাচ ও জুয়ার আসরকে ঘিরেই অসন্তোষ ছড়ায় একাংশ গ্রামবাসীদের মধ্যেই। তাদের পক্ষ থেকেই পুলিশকে অভিযোগ করে বেআইনি জুয়ার ঠেক এবং চটুল নাচের আসর বন্ধের দাবি তোলা হয়। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ ওই মেলা প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়ে ১৫ জনকে আটক করে। উদ্ধার হয় প্রায় দশ হাজার টাকার বোর্ডমানি। শুধু তাই নয় এলাকায় এই মেলাতেই চটুল নাচের মাধ্যমে উত্তেজনা ছড়ানোর অভিযোগেও সেটি বন্ধ করে দেয় পুলিশ। আর তারপরেই গণ্ডগোল বেঁধে যায় একাংশ গ্রামবাসীদের সঙ্গে। নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান তথা মেলা কমিটির কর্মকর্তা সফিকুল ইসলাম বলেন, 'এলাকারই একটা গোষ্ঠী পুলিশের কাছে মিথ্যা খবর দিয়েই এইভাবেই বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। এই মেলায় কখনোই জুয়া বা চটুল নাচের আসর হয় না। তবে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মেলা থেকে চাঁদাবাজি করার প্রতিবাদ জানানোয় একটা গোষ্ঠী পুলিশকে বিভ্রান্তি করে এভাবে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা চালিয়েছে। 'ইংরেজবাজার থানার এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, কোনরকম লাঠিচার্জ করা হয় নি। গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার অভিযোগে ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। চটুল নাচের আসরও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,ভবানীপুর শাখায় একাধিক অ্যাকাউন্টের জালিয়াতির পরীক্ষা শুরু করেছে ব্যাঙ্ক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত মধ্যস্থতাকারীদের ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশে মধ্যস্থতাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের অভিযোগের বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তাদের বক্তব্য দাখিলের এক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কারণ দর্শানোর নোটিশ নথিভুক্ত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠানো হয়েছে। ডাক বিভাগের মন্তব্য সহ মধ্যস্থতাকারীদের ঠিকানায় প্রেরণ করা কারণ দর্শানোর নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকানাগুলির বিস্তারিত নিম্নরূপ :-

ক্রম নং	নাম	ঠিকানা
১.	শ্রী প্রণয় দাস	শ্রী প্রণয় দাস, ৩/৭৬বি, বিদ্যাসাগর কলোনি,কলকাতা -৭০০০৪৭

সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট নোটিশ অনুযায়ী উক্ত মধ্যস্থতাকারীকে অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ভবানাপুর শাখা (ঠিকানা : ৪০ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর-৭০০০২০, শাখা প্রবন্ধক - শ্রীমতি দীপ্তি পাল ৯৪৭৫৬২০৬৪৮) এর সঙ্গে দেখা করে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও বক্তব্য নেই বলে ধরে নিয়ে ব্যাঙ্ক পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু করবে।

স্বা/-
অনুমোদত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাধারণ নোটিশ

(সংশ্লিষ্ট সার্কুলার নং 42.2 of DoR. FIN. REC. No. 45/03.10.119/2023-24 ১৯ অক্টোবর ২০২৩ (হালনাগাদকৃত ১০ নভেম্বর ২০২৩) মাস্টার ডিরেকশন-ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি)- স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশন, ২০২৩ অনুযায়ী)

বিড়লা হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN : U67120WB1982PLC034802
রেজি. অফিস : ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
টেলিফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০; ই-মেল : birlaholdingsmca@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, পত্র নং KOL. DOR. No. S467/01-01-005/2025-26 তারিখ ২২.০৮.২০২৫, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) এবং উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী আরবিআই ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন অনুমোদন দিয়েছে-শ্রী নাদ কিশোর আগরওয়ালা (ডিন : ০০৩০৩০৫৩)- 'গগজদীপ অ্যাপার্টমেন্ট', এ ব্লক, ফ্ল্যাট ৭সি, ৪৯৩/বি/২, জি টি রোড, দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২, পেশা চাকরি, কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত করে, সংশ্লিষ্ট যাবতীয় নিয়ম এবং শর্তাদি পালন এবং সংশ্লিষ্ট আইন/রেগুলেশন মেনে চলা সাপেক্ষে। ডিরেক্টর শ্রী ইউ সি জৈন এর প্রয়ানের ফলে বোর্ডের পক্ষে নাদ কিশোর আগরওয়ালাকে অতিরিক্ত ডিরেক্টর হিসেবে ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ফলত বিড়লা হোল্ডিংস লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের গঠন অবস্থার শ্রী নাদ কিশোর আগরওয়ালার একজন নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের ফলে ডিরেক্টরগণের ৩০ শতাংশ এর অধিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিবর্তনের পর ডিরেক্টর বোর্ডের গঠন ১) শ্রী নাদ কিশোর পোদ্দার ২) শ্রী পবন কুমার ছাউছাড়িয়া এবং ৩) শ্রী নাদ কিশোর আগরওয়ালা (নতুন) সহ।
যে কোনও ব্যক্তি, যারা এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন এবং আগ্রহী, তারা উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং আরবিআই, রেগুলেশন ডিপার্টমেন্ট, ৬ষ্ঠ তল, ১৫, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে জানাতে পারেন, যাতে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ সহ।
এই পাবলিক নোটিশ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ইস্যু করা হয়েছে।

বিড়লা হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(পি.কে. ছাউছারিয়া)
ডিরেক্টর
ডিন : ০০২০০৫৪৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.১০.২০২৫

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

খড়গপুর শাখা
খরিদা মেন রোড, খড়গপুর
মেদিনীপুর (পশ্চিম), পো - খড়গপুর
পিন - ৭২১ ৩০১

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রে ২২.১০.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত অ্যাকাউন্ট **নীলকণ্ঠ ভুইঞা (ক্রম নং ৩)** দখল নোটিশ -**দাবি নোটিশের তারিখ** ০২.০৯.২০২২ তারিখের পরিবর্তে **২৮.০৭.২০২৫ পড়তে হবে।**
অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ : ২৩.১০.২০২৫ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

SBI **এসবিআই খড়গপুর শাখা (০০২০২)**
পো - খড়গপুর টেকনোলজি, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৩০২, ইমেল : sbi.00202@sbi.co.in

ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রাহুল মজুমদার, মোবাইল ৮৩৭৩০৫৩৬৫০, ই-মেইল sbi.00202@sbi.co.in

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) এবং (৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) অধীনে
সারফেসি আইন/রুলস অনুসারে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির জন্য ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in দেখুন।

ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয়ের তারিখ : ০৬.১১.২০২৫

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতি শিখা রানি দে, ফ্ল্যাট নং ৪০২,** ব্লক -বি, ৫মতল, **ডায়মন্ড প্লাজা,** বড়বেতিয়া, খড়গপুর, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, পিন : ৭২১৩০১, পশ্চিম মেদিনীপুর।	**সম্পত্তি শ্রী সৌমেন দে এবং শ্রীমতি শিখা রানি দে এর নামে।** স্বত্ব দলিল নং ১-৫৫৪৬/২০১৪ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ফ্ল্যাট নং ৪০২, ব্লক বি, ৫মতল, **ডায়মন্ড প্লাজা,** বড়বেতিয়া, খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ঢাকা এরিয়া **১১০০ বর্গফুট** সকলের ব্যবহারের এরিয়া **২৪৭ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১৩৪৭ বর্গফুট** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ১.৫১৫০ ডেসিমেল (বাস্তু) মৌজা : মদন মোহন, জেএল নং ৩০৮, খতিয়ান নং ৭১০, প্লট নং ২৩৫, থানা : খড়গপুর, এডিএসআর -খড়গপুর। **দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত।**	**ক) ২৯,০০,০০০ টাকা খ) ১৭,৫৪,৩৪৮.০০ টাকা** এবং অদ্যাবধি সুদ সহ (সতের লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ আটচল্লিশ টাকা) **৩১.০৩.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ২৩.১০.২০২৫
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ভাইফোঁটার জন্য এক ডালায় শতরকমের ফিউশন মিষ্টির সম্ভার এনে নতুন চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ ভাইফোঁটা। এই উৎসবে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার পরেই বোনেরা মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তাই এই অনুষ্ঠানে 'মিষ্টি'র একটা আলাদাই কদর রয়েছে বরাবরই। তাই ভাইফোঁটার উৎসবকে মিষ্টিময় করে তুলতে কালনার মিষ্টির দোকানগুলিতে বিশেষ উদ্যোগ।

তবে এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় মিষ্টির দোকানে ঢুকলে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না কেউ-ই। কারণ এবছর কালনার বারুইপাড়া এলাকার এক মিষ্টির দোকানে হাজির হয়েছে এক অভিনব চমক। এক ডালায় শত রকমের মিষ্টি! দোকানজুড়ে এখন রংবেরঙের মিষ্টির সারি। 'ভাইফোঁটা' লেখা সন্দেশ থেকে শুরু করে ক্ষীরের নারকেল, পাতুরি, মকটেল সন্দেশ, সিঙ্গারা, নিমকি, ক্যাডবেরি, এমনকি ঝাল আর নোনতা স্বাদের ফিউশন মিষ্টিও মিলছে একসঙ্গে। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ রকমের আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি সাজানো হয়েছে এক ডালার মধ্যে। মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিৎ মোদক জানান, প্রতিবছর ভাইফোঁটায় অনেকেই চিন্তায় পড়েন কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে। তাই এবার তারা ভেবেছেন এক ডালায় সব স্বাদের মিষ্টি, নোনতা, ঝাল, চকলেট সব কিছু থাকুক। যাতে প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী কিছু না কিছু পছন্দ হয়। দোকানের কর্মচারীর কথায়, তাঁরা এবার তৈরি করেছেন নানা স্বাদের সন্দেশ ও ফিউশন মিষ্টি। কারও পছন্দ কড়া পাক, কারও হালকা। সব রকম স্বাদই মিলবে এখানে। ভাইফোঁটার উৎসবকে আরও মিষ্টিময় করে তুলতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই স্থানীয় দিদি-বোনেদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে এই মিষ্টির ডালা। কেউ নিচ্ছেন উপহার হিসেবে, কেউ আবার বাড়ির ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের জন্য আগাম অর্ডারও দিয়েছেন।

চুঁচুড়ার গঙ্গার পাড়ে গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকায় বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে, বুধবার হুগলির চুঁচুড়া রূপনগর মাঠে গঙ্গার পাড়ে নির্জন জায়গায় গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর আবহ চলছে। তার মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে,বুধবার হুগলির চুঁচুড়া রূপনগর মাঠে গঙ্গার পাড়ে নির্জন জায়গায় গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর তারপর থেকেই ছড়ায় তুমুল চাঞ্চল্য। হুগলির জেলা শাসক দপ্তর থেকে ঢিল

ছোঁড়া দূরত্বে এই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তবে এই জায়গায়া কারা ভোটার তালিকা ফেলে গেল তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

বস্তুত, সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যেই কমিশন এসআইআর করতে পারে বাংলায়, তেমন আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা চলছে এই বিষয়ে। শাসক তৃণমূলের দাবি, বৈধ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত কোনও ভাবেই মানা হবে না। আবার বিজেপির দাবি, এসআইআর-এ ভুয়ো মৃত অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়বে তাতেই আশঙ্কিত হয়ে পরেছে শাসক তৃণমূল। এসআইআর ম্যাপিং শুরু হয়েছে।

২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে শেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। কাজ শুরু করেছেন বিএলও-রা। বিজেপি নেতা স্বপন পাল বলেন, 'ভোটার তালিকা কোনও সালের দেখা প্রয়োজন। এসআইআর আবহে কেন ভোটার তালিকা ফেলে দেওয়া হল সেটা প্রশাসক দেখুক।' একই দাবি রূপনগর মাঠে ঘুরতে আসা মানুষদের। তাঁরাও প্রশ্ন তুলছেন, কে বা কারা এতগুলো ভোটার কার্ড গঙ্গার ধারে ফেলে রেখেছে? গোটা বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখুক।

কালীপুজোয় কড়া ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, তবু পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাইশশো পুলিশ কর্মী রেখেও কালীপুজোয় মৃত্যু আটকাতে পারলো না বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ। সঙ্গে পিকপকেটে জেরবার পুজো মণ্ডপগুলি। ফলে পুলিশি ব্যার্থতায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। অভিযোগ, বারাসাতের কালীপুজো নিয়ে এবার নতুন নতুন নীতি প্রয়োগ করে কড়াকড়ি করেছিলেন পুলিশ সুপার প্রতিক্ষা ঝাড়খারিয়া। আর পুলিশ সুপারের সেই নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল দশার রূপ প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগ, পুলিশের ব্যর্থতায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগে মৃত্যু হল নাবালিকা ছাত্রীর। পুলিশের ও পুরসভার ব্যার্থতার অভিযোগ তুলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখায় সাধারণ মানুষ। কালীপুজোর মাঝেই যশোর রোডে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। মৃত পরীক্ষার্থী ছাত্রীর নাম অন্তরা বোস (১৬)। বাড়ি মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল তার। ঘটনাটি ঘটেছে যশোর রোডের রাবার ফ্যাক্টরি ও মেঘদূত বাস স্টপেজের মাঝে। এই এলাকাতেই পুরসভার ভ্যাট ফেলা থাকে। ফলে সারাবছরই এই এলাকায় কোন জেসিবি বা বড় কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। জাতীয় সড়কের উপর এভাবে

গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলেও পুলিশের নজরদারি থাকে না। অভিযোগ পুলিশ সুপারের এবারের কড়াকড়ি বজায় রাখতে গিয়ে রাস্তা থেকে ট্রাফিক পুলিশ তুলে এসপি ম্যাড়ামের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঢিলেঢালা হয়ে পড়েছিল জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা। ফলে অকালে প্রাণ দিতে হল ছাত্রীকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্তরা স্কুটিতে পিছনে বসেছিলো, সঙ্গে ছিলেন জয়দীপ দে নামে বছর ১৮-র এক যুবক, সেই স্কুটি চালাচ্ছিলো। জয়দীপের বাড়ি উদারাজপুর ঘোষপাড়া এলাকায়। যশোর রোড ধরে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যাটের গাড়ি এবং কালীপুজোর জন্য তৈরি আলোকসজ্জার গেটে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটি উল্টে যায়। সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বেসরকারি বাস অন্তরাকে পিষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি দু'জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা অন্তরাকে মৃত ঘোষণা করেন। জয়দীপ আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় রাস্তার উপরে ভ্যাটের গাড়ি থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। এইদিনও একটি জেসিপি দাঁড়িয়েছিলো। পাশাপাশি, কালীপুজোর আলোর গেটের কাঠামো রাস্তার একাংশ আড়াল করে রাখায় দুর্ঘটপ্রবন হয়ে থাকলেও পুলিশের কোনও হেলদোল ছিল না। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। বারাসাতবাসীর অভিযোগ, বারাসাত থানার পুলিশ আধিকারিকেরা সাংবাদিকদের ভূমিকায় উপনিত হয়ে পুলিশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক আছে প্রমাণ করতে চাইলেও বাস্তব পরিস্থিতি যে অন্যরকম তা এই দুর্ঘটনাই প্রমাণ করলো। পুলিশ সুপারের ইচ্ছা পূরণ করে গিয়ে বারাসাত শহরে বেশি পুলিশ নিয়োগ করায় জাতীয় সড়কের ট্রাফিকের অভাবের কারনেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে বারাসাতবাসীর অভিযোগ। এর পাশাপাশি কালীপূজোর রাতেই দত্তপুকুর থানায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী ধর্ষিতা হল। সব নিয়েই কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ যে সম্পূর্ণ ব্যার্থ তা প্রমাণ হল বলে দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

ডাইনি অপবাদে মহিলার মৃত্যুর জের

পুরুলিয়ার চাপুড়ি গ্রাম পরিদর্শনে বিজ্ঞান সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত চাপুড়ি গ্রামে গত ২০ অক্টোবর কালীপুজোর রাতে এক মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় বুধবার বিজ্ঞান সংগঠন ব্রেকথ্রু সায়েন্স স্যোসাইটি পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পরিবারের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, আর্থিক সাহায্য এবং এই ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ওঝা-র বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে পাড়া থানার ওসি-র নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বুবাই মণ্ডল, ব্রেকথ্রু সায়েন্স স্যোসাইটি পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষে স্বদেশ প্রিয় মাহাত, শেখ নাদিম, বিপীন মাঝি, কৃষ্ণপদ মাহাতো প্রমুখ। স্বদেশ প্রিয় মাহাতো জানান, 'এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে একজন মহিলাকে খুন হতে হলো তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত। ফলে একদিকে যেমন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রয়োজন, যথার্থ শিক্ষা প্রসারের

প্রয়োজন। অন্যদিকে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োজন। সেই দাবি নিয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে আমাদের স্মারকলিপি দিয়েছি। পাশাপাশি আগামী দিনে ওই এলাকায় বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে আমরা বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করব।'

এদিকে পুলিশ গ্রেপ্তার হওয়া ছয় জনের মধ্যে মৃত মহিলার ভাসুর হিতলাল টুডু ও তার স্ত্রী জলেশ্বরী টুডুকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ হিতলালের বছর ১৫-এর মেয়ে। সোমবার কালী পুজোর রাতে পদবী টুডুকে দেখে ভয় পেয়ে যায় মেয়েটি। এরপর মেয়েটি তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানালে হিতলাল ও তার স্ত্রী জলেশ্বরী পদবীকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে মারধর করতে শুরু করে। ওই সময় বাকিরাও সামিল হয়। মৃত মহিলার কিশোরী মেয়ে ঊষা রানি পুলিশকে জানায়, তার মাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে শাবল দিয়ে তার জ্যাঠু জেঠিমা ও কাকুরা-সহ অন্যান্যরা খুন করে। আটকাতে গেলে তাকেও মেরে ফেলার হুমকি দেয়। চোখের সামনে মাকে মেরে ফেলা কিছুতেই ভুলতে পারছে না মৃত পদবীর সন্তান।

পথদুর্ঘটনার মৃত ১, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার আধকাটা সংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের, আহত দুই। মৃত যুবকের নাম দেব সরদার (২২), বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার বেলশুলিয়া এলাকায়। এবং আহত দু'জনার নাম দীনবন্ধু সরদার। বাড়ি খড়কাটা গ্রামে ও সুকদেব পণ্ডিত। বাড়ি গড়বেতা থানার মোহনপুরে। এদের মধ্যে শুকদেব পণ্ডিত জামাইবাবু এবং মৃত দেব ও আহত দীনবন্ধু মামাতো পিসতুতো ভাই। ভাইফোঁটার আগের দিন বুধবার জামাই ফোঁটা। শ্বশুরবাড়িতে জামাইফোঁটা নিতে আসছিলেন জামাই সুখদেব পণ্ডিত। গরবেতা থেকে বাসে করে বাকাদহ বাসস্ট্যান্ডে নেমেছিলেন। জামাইকে আনার জন্য দুই ভাই দেব ও দীনবন্ধু একটি মোটর বাইক করে বাঁকাদহ আসে। সেখানে জামাইবাবুকে নিয়ে বেলশুলিয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তাঁরা। মোটরবাইক চালাচ্ছিলেন দেব সরদার। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় আধকাটা সংলগ্ন এলাকায় এসে সামনের দিক থেকে আসা একটি ছয় চাকা লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁদের। সংঘর্ষের জেরে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তিন জন। লরির ভেতরে ঢুকে যায় মোটর বাইকটি। দুমড়ে মুচরে যায় বাইকটি। অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা তিন জনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা এক ভাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্তে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। চালক ও খালাসি পলাতক।

বোনকে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ, আক্রান্ত চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ডাক্তারের বোন ও বোনের বন্ধুকে কটুক্তি করা এবং মারধোর করার অভিযোগ যুবকদের বিরুদ্ধে। বোনকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সুমন সাহাও। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে ডাক্তার সুমন সাহার মাসতুতো বোন অংশুমিতা পাল ও তাঁর বন্ধু ঠাকুর দেখতে বেড়িয়েছিল। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে যেতেই কয়েকজন যুবক তাঁদের কটুক্তি করে বলে অভিযোগ। তাঁরা প্রতিবাদ করলে তাঁদেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তাঁর দাদা মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সুমন সাহা। বোনকে বাঁচাতে গেলে দুষ্কৃতীরা তাঁকেও বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। যদিও ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরবর্তীতে গাইঘাটা থানার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্তরা। যদিও এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার মধ্যে অভিযুক্ত ধীমান রায় (ভুদো) র দাবি, 'রাতে ঝামেলার খবর পেয়ে তিনি এবং তার দাদা ঘটনাস্থলে যান। তারা ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ঝামেলা শেষের মুখে হঠাৎ ঘটনাস্থলে আসে ডাক্তার সুমন সাহা ও তার কয়েকজন বন্ধু। তাঁরা সকলে মদ্যপান করেছিল। তাঁরা এসে কোন কিছু না শুনে হঠাৎ আমার দাদাকে মারতে শুরু করেন। সকালে দেখি আমার নামে থানায় অভিযোগ হয়েছে। কি কারণে আমার নামে অভিযোগ হয়েছে বুঝতে পারছি না।' পুলিশ সূত্রে খবর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে শুরু হয়েছে অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ভাইফোঁটার মিষ্টি কিনতে রেকর্ড ভিড় খাতড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাইফোঁটা মানেই মিষ্টি। গতানুগতিক রসগোল্লা, জিলিপি, মিষ্টি দই তো থাকবেই, তবে বাংলার এই উৎসবের সময় মিষ্টি প্রস্তুতকারকরা বানিয়ে থাকেন স্পেশ্যাল মিষ্টি। সেরকমই বাঁকুড়ার খাতড়া শহরের একটি জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান তৈরি করেছে ভাইফোঁটা স্পেশ্যাল রকমারি মিষ্টি। মিষ্টিগুলো যেরকম ইউনিক, তাদের নামগুলো আরও ইউনিক। তার উপর লেখা রয়েছে 'ভাইফোঁটা'! প্রস্তুতি চরমে! ভাইফোঁটার জন্য নতুন ১০ থেকে ১৫টি মিষ্টির ভেরাইটি। নেই অ্যাসিড এবং কালার বলছেন মিষ্টি প্রস্তুতকারকরা। কালাকাঁদ, ক্ষীরমোহন, রসমালাই, রসকদম, কাঁচা গোলা, বেকড রসগোল্লা, রয়েছে সবই। দাম মাত্র ১০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়া থাকছে আপেল মিষ্টি। মিষ্টির দোকানের ম্যানেজার জানিয়েছেন, 'চিরাচরিত মিষ্টির থেকে নতুনত্ব মিষ্টির চাহিদা এই বছর ভাইফোঁটাতে বেশি। রসগোল্লা, সন্দেশ এবং দই-এর চাহিদা থাকবেই পাশাপাশি অন্যান্য ফ্লেভারের নতুন স্বাদের মিষ্টি মানুষ বেশি পছন্দ করছে। সকলের কথা ভেবে দাম রাখা হয়েছে মাত্র ১০ টাকা করে।' ভাইফোঁটার আগের দিন দোকানের ভিড় বেশ চোখে পড়ার মত। সাজানো রয়েছে একের পর এক লোভনীয় দেখতে মিষ্টি। বৃহস্পতিবার ভিড়ের কথা ভেবে আগে থেকেই মিষ্টি কিনে ঘরে মজুত করে রেখে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আবার কেউ কেউ একলা এসে চেখে দেখছেন নতুন মিষ্টিগুলি। বাঁকুড়ার ইন্দপুর ব্লকের নামো বাংলা বাসস্ট্যান্ডের নিকটে রয়েছে আশীর্বাদ সুইটস্। দোকানের কর্ণধার তুসার চ্যাটার্জী বলেন, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষে সুদূর পুরুলিয়ার মানবাজার, বরাবাজার, জঙ্গলমহল এবং বাঁকুড়া থেকে মানুষ আসছেন ভাইফোঁটা মিষ্টি কিনতে।' মাছ, ভাত, মিষ্টি এবং দই যেন বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাইফোঁটার এই দিনটা বিশেষভাবে পালন করতেই হবে। সেই কারণেই ছুটির দিনটি একেবারে কাজ সেরে রেখে আনন্দে পরিবারের সঙ্গে কাটাতে আগের দিনই মিষ্টির বাজার করে রেখে দিচ্ছেন বাঁকুড়ার মানুষ।

অজয় নদের ছট ঘাটগুলি পরিদর্শন অঞ্চল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাধাইপুর: আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন তারপরই সারা দেশের সঙ্গে কয়লাঞ্চল জুড়ে পালিত হবে হিন্দিভাষী মানুষের সব থেকে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছট পুজো। জোর কদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি পর্ব। ইসিএলের খনি এলাকাগুলিতে কর্মসূত্রে বহু হিন্দিভাষী মানুষ বসবাস করেন। এটি মূলত হিন্দিভাষী মানুষের বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই এইসব এলাকায় ভক্তির সঙ্গে ছট পুজো হয় সাড়ম্বরে। ইতিমধ্যে কয়লা খনি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে ছট পুজোর প্রস্তুতি। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা এলাকাতে বুধবার অজয় নদের ছট ঘাট গুলি পরিদর্শন করেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি, ছট পুজো কমিটির সেক্রেটারি সন্তোষ পাণ্ডে-সহ আরও অনেকে। তৃণমূলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, 'গোগলাতে

মোট ৭টি ছট ঘাট রয়েছে। এদিন সেই ঘাটগুলি পরিদর্শন করা হল।' তিনি আরও বলেন, 'ছট ব্রতীদের জন্য ঘাট সংস্কার, অস্থায়ী শৌচাগার পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। জলাশয় গুলিতে দুর্ঘটনা এড়াতে থাকবে লাইফ জ্যাকেট-সহ উদ্ধার কর্মীরাও। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা থাকবে প্রত্যেক ছট ঘটগুলিতে।' এছাড়াও গৌতম বাবু জানান, 'এলাকার প্রায় ৫০০ জন ছট ব্রতীকে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছট পূজার সামগ্রীর ডালার পাশাপাশি তুলে দেবেন নতুন বস্ত্র।'

জঙ্গলমহলে দীপাবলির পর শুরু বাঁদনা পরব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আলো ঝলমল দীপাবলি উৎসবের পরেই দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে জনজাতিদের প্রধান উৎসব বাঁদনা পরব পালিত হচ্ছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় আলোর উৎসব ও শ্যামা পুজোর পর থেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার জনজাতিদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরম্পরা সহরই বা বাঁধনা উৎসব শুরু হয়ে যায়। প্রচলিত

ধারা অনুযায়ী এই উৎসবে মাহাতো, খেরোয়াল, ভূমিজ, সান্তাড়, মুণ্ডা, কামার, কুমার, মেথর, তাঁতি ও শবর ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের বাড়িতে প্রচুর পিঠে পুলি তৈরি করা হয়। কথিত আছে, প্রাচীনকালে কৃষকদের কৃষিকর্মের অন্যতম হাতিয়ার ছিল গোরু, মহিষ। খাবারের জন্য তাঁদের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হতো। সে সময় গোরু মহিষের উপর বন্য হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ লেগেই থাকত। বন্য জন্তুদের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তৈরির জন্য কৃষকেরা গোরু ও মহিষের শিঙে তেল মাখিয়ে খুঁটিতে বেঁধে চামড়া দিয়ে খেলিয়ে উত্তেজিত করে তুলত। প্রাচীন সেই প্রথা অনুযায়ী আজও গোরু মহিষের শিঙে তেল মাখিয়ে খুঁটিতে বেঁধে খুঁটান উৎসব পালিত হয়ে আসছে। খুঁটানের আগের অমাবস্যার রাতে ঢোল ধামসা বাজিয়ে গান শুনিয়ে গোয়ালের গরু, মহিষদের জাগানো হয়। পরের দিন গরইয়া, অর্থাৎ গরু সংক্রান্ত উৎসব। এই দিন গাভীদের ভগবতীর সম্মান দিয়ে পুজো করা হয়। সারারাত ধরে গোয়ালে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

জঙ্গলের থেকে আনা কাঁচা শালপাতায় আতপ চালের গুঁড়ি রেখে তাতে ঘি মাখিয়ে তুলোর সলতে জ্বালিয়ে গাই গোরুদের প্রণাম করে চুমানো হয়। গরইয়ার পরদিন থেকে শুরু হয় গরুখুঁটান পর্ব। গরু মহিষের গায়ে আতপ চালের গুঁড়ির ছাপ লাগিয়ে সুন্দরভাবে সাজানোর পর তাদের খুটিতে বেঁধে ঢোল ধামসার বাজনার সঙ্গে ওহিরে গীত শুনিয়ে চামড়া দিয়ে খেলানো হয়। বাঁদনা উৎসবকে এজন্য গবাদি পশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি জানানোর উৎসবও বলা হয়। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশা রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষেরাও এই উৎসব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন।

দুর্গাপুর ধর্ষণ-কাণ্ডে ধৃত চার জনকে আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আইকিউসিটিতে চিকিৎসক পড়ুয়া ধর্ষণের ঘটনায় সহপাঠী-সহ ছয় জন গ্রেপ্তার হয়েছিল। তিন জনের দশ দিনের পুলিশি হেপাজত ও দু'জনের ন'দিনের পুলিশি হেপাজত এবং সহপাঠীর ছ'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। তাদের মধ্যে থেকে দু'জন শেখ সফিক এবং রিয়াজউদ্দিনকে মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বাকি চারজন অপু বাউরি, ফিরদৌস শেখ, নাসিরউদ্দিন শেখ এবং সহপাঠী ওয়াসেফ আলিকে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জেল হেপাজত চাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জেলে টিআই প্যারেড হতে পারে বলেও সূত্রের খবর।

সদ্যোজাতকে কোলে নিতে চেয়ে চম্পট মহিলার, আটক পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুগলির শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে। কোলে নিতে ইচ্ছা করছে বলে সদ্যোজাতকে চেয়ে নিয়েছিল মহিলা। আর তারপরই সবাইকে চমকে দিয়ে পালানোর চেষ্টা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় হাসপাতার চত্বরে। তবে কিছু সময়ের মধ্যেই উদ্ধার করা সম্ভব হয় সদ্যোজাতকে। আটক করা হয়েছে এক মহিলাকে। প্রশ্নের মুখে হাসপাতালের নিরাপত্তা। সূত্রের খবর, গত বুধবার কোন্নগর ঘোষাল বাগানের বাসিন্দা নেহা কুর্মি প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ওয়ালস্ হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার সিজারের মাধ্যমে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তারপর থেকে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালেই। এদিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাঁর ছুটি হয়। এদিকে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই সময় হাসপাতালের বাইরে গাড়ি ডাকতে গিয়েছে পরিবারের লোকজন। এরইমধ্যে কালো বোরখা পরিহিত এক মহিলা সেখানে চলে আসেন। এসেই জানান তাঁরও নাতি হয়েছে। কিন্তু সে অসুস্থ। তাঁর নাকি তাই এই সদ্যোজাতকে কোলে নিতে ইচ্ছা করছে। বলা মাত্রই শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে চম্পট দেন। তাতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। শুরুতেই পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে শুরু করে দেয়। তাতেই হাসপাতালের গেট দিয়ে ওই মহিলাকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে চলে যান আইসি শ্রীরামপুর, এসিপি-সহ চন্দননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মুহূর্তেই গোটা এলাকায় নাকা চেকিং শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নাগার মোড়ে আটক করা হয় মহিলাকে। তিনি কোনও চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে শিশুটিকে।

মশালের আলোয় বোলতলা কালীর প্রতিমা বিসর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মুস্থূলী গ্রামের জাগ্রত মা কালী, স্থানীয়দের কাছে 'মেজ ঠাকরুন' বা 'বোলতলা কালী' নামে পরিচিত। প্রায় তিন শতাব্দী আগে এক তন্ত্রসাধক বকুল গাছতলায় দেবীর ছোট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজোর সূচনা করেন। সাধকের মৃত্যুর পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকেই ওই স্থানে সমাধি দেওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে ভক্তদের অনুদানে গড়ে উঠেছে এক মনোমুগ্ধকর মন্দির।

স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী, সাধকের মৃত্যুর পর এলাকার জমিদার পরিবার কিছুদিন এই পুজোর দায়িত্ব পালন করেন। জমিদার প্রথা বিলুপ্তির পর পুজোর ভার দেওয়া হয় রানি দাস পরিবারকে। বর্তমানে অশোক কুমার দাস জানিয়েছেন, 'আমাদের চার পুরুষ ধরে এই পুজো চলে আসছে। এখন এটি বারোয়ারি পুজো। একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে, যার অধীনে এখন সমস্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।' বোলতলা কালী পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ প্রতিমা বিসর্জন। গ্রামের মানুষদের কথায়, 'বিসর্জনের সময় বেহারা ঠিক করতে হয় না। মাকে কাঁধে নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঐতিহ্য মেনে

পাটকাঠির মশালের আলোয় ভক্তরা দেবীকে কাঁধে তুলে দৌড়াতে দৌড়াতে পাশের গ্রাম আমডাঙ্গায় নিয়ে যান, সেখানে বুড়ো শিবের সঙ্গে 'দেখা' করিয়ে মন্দির সংলগ্ন পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।' প্রতি বছর এই সময় মুস্থূলীতে নেমে আসে জনসমুদ্র। এলাকার ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়ে উপচে পড়ে গ্রাম। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাটোয়া থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি রাখা হয়, যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে।

এবার অত্যাধুনিক যন্ত্রাংশ জানিয়ে দেবে জমির রূপ

কৃষি বিজ্ঞানে নতুন চমক আনলেন বর্ধমানের অয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অয়ন ঘোষ নিজের হাতে তৈরি করল অত্যাধুনিক একটি ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ। এই যন্ত্রাংশের মাধ্যমে চাষিদের কোন মাটিতে কেমন চাষ হবে, তা খতিয়ে দেখার আধুনিক মেশিন তৈরি করেছে বর্ধমানের অয়ন ঘোষ। বর্ধমান শহরে এক নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটাপুকুর এলাকার বাসিন্দা অয়ন ঘোষ। ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। অয়ন জানিয়েছেন, চাষি ভাইদের যেহেতু জমিতে চাষ করতে গেলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন জমি চাষের উপযোগী। কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো হতে পারে সেই বিষয়ে ল্যাব টেস্ট করাতে হয়। সে ক্ষেত্রে প্রায় অনেক দিন লেগে যায়।

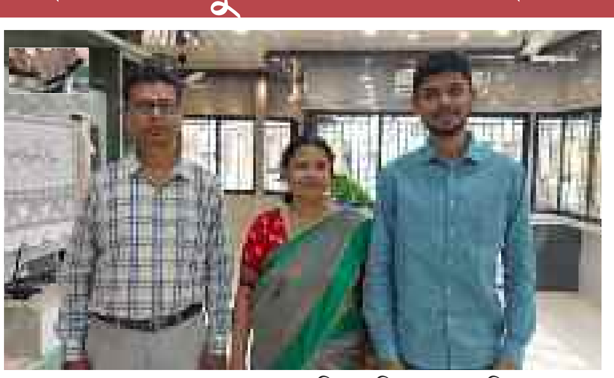

এ ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে তাঁর হাতে বানানো এই যন্ত্রাংশের মাধ্যমে কৃষকরা খুব সহজেই জানতে পেরে যাবেন, কোন মাটি চাষের উপযোগী। কোন মাটিতে কোন ফসল ভালো হবে। অয়ন জানান, ছোট থেকেই নানান বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি প্রয়োগের শখ রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত এই ডিভাইস তৈরি করে পুরস্কৃত হন বর্ধমানের অয়ন ঘোষ। আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রতিযোগিতার কথা জানতে পেরে তিনি অনলাইনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। আমেরিকার এক কোম্পানির আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সারা বিশ্বের দেড় লাখ প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে ১১০০০ প্রজেক্ট জমা পড়ে। তার মধ্যে থেকে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের ছেলে অয়নের এই ডিভাইস বেছে নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রতিযোগিতা আয়োজনকারি সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে অয়নকে ইতিমধ্যেই পুরস্কৃতও করা হয়েছে । অয়ন জানিয়েছেন, আগামী দিনে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। এবং এই প্রযুক্তি আরও উন্নতভাবে কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই বিষয়েও কাজ করার লক্ষ্য রয়েছে তাঁর। এছাড়াও অন্যান্য নানান বিষয়ে তাঁর নতুনত্ব কিছু তৈরি করার ইচ্ছা রয়েছে। এর আগেও অয়ন নিজের হাতে নানান যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন। সেখানেও বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে তাঁর নাম। এলইডি লাইট দিয়ে ঘড়ি, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে অটোমেটিক অন অফ হচ্ছে দরজা, ড্রোন ক্যামেরা ইত্যাদি। অয়নের বাবা রামপ্রসাদ ঘোষ এবং মা রানু ঘোষ তাঁদের ছেলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে খুশি এবং গর্বিত। তাঁরা চান তাঁদের ছেলে এভাবে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে যাক সকলের কাজে আসুক। বর্ধমান শহরের ছেলে হিসেবে নাম উজ্জ্বল করুক পশ্চিমবঙ্গের।

হোয়াইট হাউসে দীপাবলি ট্রাম্পের, ধন্যবাদ মোদীর

ওয়াশিংটন, ২২ অক্টোবর: আমেরিকার হোয়াইট হাউসে উদযাপিত হল আলোর উৎসব দীপাবলি। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দীপাবলি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা-সহ অনেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানান কোয়াত্রা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের জনগণকে ভালোবাসি। আমি আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি রাশিয়া থেকে খুব বেশি তেল কিনবেন না। তিনি আমার মতোই এই যুদ্ধের অবসান দেখতে চান। তিনি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান দেখতে চান। তাঁরা খুব বেশি তেল কিনবে না।' দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

আপনার ফোন ও দীপাবলির উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আলোর এই উৎসবে, আমাদের দুই মহান গণতন্ত্র যেন আশার আলোয় বিশ্বকে আলোকিত করে ও সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।' আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ভারতীয়দের শুভেচ্ছা জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ফোন করে মোদীর সঙ্গে কথাও বলেন ট্রাম্প। এই শুভেচ্ছার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

> আমি ভারতের জনগণকে ভালোবাসি। আমি আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি রাশিয়া থেকে খুব বেশি তেল কিনবেন না। তিনি আমার মতোই রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান দেখতে চান।
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট**
>
> প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আপনার ফোন ও দীপাবলির উষ্ণ শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আলোর এই উৎসবে, আমাদের দুই মহান গণতন্ত্র যেন আশার আলোয় বিশ্বকে আলোকিত করে ও সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।
> **নরেন্দ্র মোদী, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী**

শাহকে শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবব: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমিত শাহের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি-কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। জনসেবার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য তিনি সর্বত্র প্রশংসিত।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও উল্লেখ করেছেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিটি ভারতীয়ের নিরাপত্তা ও মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করতে তিনি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

দূষণে জেরবার দিল্লি, বুধেও বিষাক্ত রাজধানীর বাতাস

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর: দীপাবলির পর একদিন কেটে গিয়েছে। বুধবার দ্বিতীয় দিনেও দিল্লির বাতাসের গুণমানে কোনও হেরফের হয়নি। মঙ্গলবার রাতেও সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে বাজি পোড়ানোর ধুম। ফলে বুধবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) থেকে গিয়েছে 'খুব খারাপ'-এর পর্যায়েই।

এদিন সকালে ইন্ডিয়া গেট এলাকায় বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩৬২, যা খুব খারাপ পর্যায়েই পড়ে। আরকে পুরমে বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩৮০, অক্ষরধাম এলাকায় ৩৬০। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের (সিপিসিবি)

ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সকাল ৭টা নাগাদ দিল্লির গড় একিউআই রেকর্ড হয়েছে ৩৪৫, যা 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে পড়ে। শহরের মোট ৩৮টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৪টিই ছিল 'রেড জোন'-এ। বেশির ভাগ এলাকাতেই বাতাসের গুণমান 'খুব খারাপ' থেকে 'ভয়ানক' পর্যায়ে ছিল।

এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানালেন, দিল্লিতে বায়ুদূষণ রুখতে যা যা করণীয় তাই করা হচ্ছে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সকলেই তথ্য দেখেছি। যদি আমরা দীপাবলির পরের দিনের বাতাসের গুণগতমানের তথ্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে সংখ্যাটি হ্রাস পেয়েছে। যদিও বাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, দীপাবলির তারিখ এবং পরের দিনের মধ্যে বাতাসের গুণগতমানের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে, যা দূষণ হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। সরকার দিল্লির জন্য যা কিছু সম্ভব, তা করছে।'

উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে বায়ুদূষণে জেরবার দিল্লি। একই অবস্থা দিল্লি লাগোয়া রাজ্যতেও। ইতিমধ্যেই দূষণের কারণে সরব হয়েছেন দিল্লির বাসিন্দারা। কটাক্ষ করতে শুরু করেছে আম আদমি পার্টিও। এমতাবস্থায় রেখা গুপ্তা বললেন, দূষণ রুখতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

একদিন ময়দান

কড়া ট্রেনিং বিরাট-রোহিতের, অ্যাডিলেড জয়ে মরিয়া ভারত

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা একেবারেই সুখকর হয়নি ভারতের জন্য। পারথে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল সাত উইকেটে পরাজিত হয়। শুধু হারের দিক থেকেই নয়, উদ্বেগের কারণ আরও বড়- টপ অর্ডারের ব্যর্থতা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শুভমান গিল এবং শ্রেয়স আইয়ার- চার জনের কেউই রান পাননি। ফলে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের উপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ওয়ানডে, যেখানে হার মানে সিরিজ হার। তাই ভারতীয় দলের প্রস্তুতি নিয়েই এখন সবার আগ্রহ চরমে।

অ্যাডিলেডে পৌঁছে মঙ্গলবার সকালে প্রথম অনুশীলনে নামে ভারতীয় দল। সকাল থেকেই বৃষ্টি থাকায় শুরুতে পরিকল্পনা ছিল ইন্ডোর প্র্যাকটিসের, কিন্তু মাঠকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মাঠেই নেটে নামা সম্ভব হয়। মাঠের কিছু অংশ ভেজা থাকায় পেসারদের জন্য ঝুঁকি ছিল, তাই হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং মাত্র পনেরো মিনিট বল করেন। তবু অনুশীলনের তীব্রতায় কোনও ঘাটতি ছিল না ব্যাটারদের মধ্যে।

এদিনের অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন তিন জন- রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ার। এই তিন তারকার ব্যাটিং দেখা ছিল চোখের আরাম। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সাবলীল দেখাল রোহিতকে। 'হিটম্যান' নামের

যথার্থ মর্যাদা রেখে তিনি নেটে টাইমিংয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। গায়ের জোরে বল মারার চেয়ে নিখুঁত শট ও নিয়ন্ত্রণে মন দিয়েছিলেন তিনি। একাধিক বল সুন্দরভাবে ব্যাটের মাঝখান থেকে তুলে মাঠের চারদিক উড়িয়ে দিতে দেখা গেল তাঁকে।

অন্য দিকে, বিরাট কোহলির ট্রেনিং ছিল নিখুঁত পরিকল্পনায় ভরপুর। প্রথমে কয়েকটি বল খেলেই তিনি 'থ্রো ডাউন' স্পেশ্যালিস্টকে পূর্ণ শক্তিতে বল করতে বলেন। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে উচ্চ-তীব্রতার বল অনুশীলন করেন তিনি। কোহলির ব্যাট থেকে একের পর এক নিখুঁত কভার ড্রাইভ, পুল শট ও স্ট্রেইট ড্রাইভ বেরিয়ে আসছিল। তাঁর মনোযোগ ও একাগ্রতা দেখে স্পষ্ট, পারথের ব্যর্থতার পর নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

শ্রেয়স আইয়ারও ছন্দ ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি স্পিনারদের বিপক্ষে কিছু সময় কাটিয়ে ব্যাটিংয়ে স্থিতি আনতে মন দেন। তবে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল রোহিত ও গিলের টেকনিক্যাল আলোচনা। পারথে জশ হ্যাজেলউডের হার্ড লেংথ ডেলিভারি থেকে হঠাৎ বাউন্সে তাঁরা বিপদে পড়েছিলেন। সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতেই দুই ওপেনার একান্তে কথা বলেন। রোহিতের অভিজ্ঞতা ও গিলের তরুণ উদ্যম মিলিয়ে সেই সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলে নেটে। সব মিলিয়ে, অ্যাডিলেডে মঙ্গলবারের প্র্যাকটিসে ভারতীয় শিবিরে দেখা গেল এক নতুন মনোভাব- আত্মবিশ্বাস ফেরানোর। দলের সিনিয়ররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দ্বিতীয় ওয়ানডেতেই ফিরবে ভারতের জয়ের হাসি।

সন্দীপ ইস্যুতে অস্কারের পাশেই থাকল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুঁজো বনাম প্রাক্তন গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দীর মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে। সুপার কাপ খেলতে গোয়া উড়ে যাওয়ার পথেই ঘটনার সূত্রপাত। গোয়া বিমানবন্দর থেকেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এর জেরে গোয়া পৌঁছেও সেখান থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন সন্দীপ নন্দী। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন সন্দীপ। এরপর থেকেই নানান সংবাদমাধ্যমে ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুঁজোর নিন্দা করতে থাকেন তিনি। এই ইস্যুতে অস্কারের পাশেই দাঁড়াল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বুধবার লাল-হলুদ তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই বার্তা দিলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। ক্লাবের তরফে বার্তা, বিগত কয়েকদিনে ঘটা যাবতীয় ঘটনা ভুলে এখন দলের সুপার কাপ নিয়ে ফোকাস করা উচিত। সন্দীপ নন্দী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা নিয়ে সুপার কাপের পরেই আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানান, সন্দীপ নন্দীর দায়িত্ব ছাড়ার বিষয়ে ক্লাব কিছু জানত না। তবে ক্লাব ও ইনভেস্টর সংস্থা ইমামির কোনও মতবিরোধ নেই। দেবব্রত সরকার বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটেছে, যার জেরে ইস্টবেঙ্গল সমর্থক, প্রাক্তন খেলোয়াড় সকলে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। অস্কারের নেতৃত্বে দল ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে। সুপার কাপে আশা করছি, আরও ভালো খেলবে দল। কোচের উপর পূর্ণ আস্থা রাখছি। আশা করছি, কোচ সফল হবে। সুপার কাপের আগে সন্দীপ ইস্যুতে কিছু বলব না। প্রাক্তন ফুটবলারদেরও একই কথা বলব, আপনারা নিজেদের বক্তব্য আমাদের জানাবেন।'

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide **e-NIT NO. 001/15th FC(tied & untied)/Arandi-II/2025-26,** for (7+7) = 14 nos. scheme from **15th FC (tied & untied) Fund.** Date of online submission start date **17-10-2025, 12-00 Hours** and Date of online submission closing date **05-11-2025, 14-00 Hours.** Bid opening date **07-11-2025.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in**.

Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে

সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম-এর সার্ভিস কন্ট্র্যাক্টে ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৪৪/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার), তারিখঃ ২১.১০.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** আউটকামের ভিত্তিতে ২ (দুই) বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিনের জন্য কাটোয়া ইয়ার্ডে রাত্রিকালে ইএমইউ রেক সাফাই (আভ্যন্তরীণ)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৩,৮১,০৪৫.৯৪ টাকা। **বায়না মূল্য (ইএমডি)ঃ** ৮৭,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৭৩০ দিন। **বন্ধের তারিখঃ** ০৮.১১.২০২৫ বেলা ১২টা। **চুক্তির ধরণঃ** সার্ভিস। **বিডিং প্রক্রিয়াঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের সাপেক্ষে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা পড়ে তা গ্রহণ করা হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (HWH-355/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১২৯-২৫-২৬। কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়র (এইচকিউ)/ শিয়ালদহের অধীনে অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র (ওয়ার্কস)/I/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে শিয়ালদহে শিয়ালদহ স্টেশনে, বি আর সিং হসপিটাল, ডিআরএম বিল্ডিং সার্কুলেটিং এরিয়া, ব্লক নম্বর ২১০ এবং বি সি রায় ইন্সটিটিউটে রেলওয়ে চত্বর/ক্যাম্পাসের ভিতর মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে জীবন্ত ইনডোর ও আউটডোর পূর্ণগঠিত পাত্রস্থিত বাহারি গাছ, বিভিন্ন প্রজাতির মরশুমি ফুলের গাছের পরিচর্যা সহ সরবরাহ ও প্রদর্শনী এবং অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র (ওয়ার্কস)/II/ শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে জিএম বাংলো, বেলভেডিয়ার পার্ক অফিসার্স কলোনি চত্বর, ১/১এ রেল মিনার জাজেস কোর্ট চত্বর, নিউ আলিপুর অফিসার্স কলোনি, আলিপুর চত্বর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড), ইআরএসসি (বেহালা)-এর রেলওয়ে চত্বর /ক্যাম্পাসে মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে জীবন্ত ইনডোর ও আউটডোর পূর্ণ গঠিত পাত্রস্থিত বাহারি গাছ, বিভিন্ন প্রজাতির মরশুমি ফুলের গাছের পরিচর্যা সহ সরবরাহ ও প্রদর্শনী। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৮৭,৪৭,৪০১.১০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,৪৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অ-ফেরতযোগ্য)ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১১.২০২৫ বেলা ৩টা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১৪.১১.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।** (SDAH-232/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 29/2025-26/ APAS FUND vide Memo No.: 2932/Bh-I Block, dated 17/10/2025 has been published. Details of N.I.e-T: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৪৫৯১-জিআরসি-সিই-সি-এসও-২২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডেপুটি সিই/কন/II/ খড়গপুর নির্মাণ সংস্থা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণস্থল/শাখাতে প্রকল্প তত্ত্বাবধান পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রোজেক্ট সুপারভিশন সার্ভিসেস এজেন্সি (পিএসএসএ) নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ (আরএফপি)। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৯.৬৬ কোটি টাকা, **দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ৬,৩৩,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮.১১.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-751)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/998/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP3)] (marked as sl. 2/168) from Medicine Factory to H/o Sanjib Paul at Booth No.-168 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 8,84,076.24
WBMAD/ULB/ RSM/999/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP3)] (marked as sl. 2/169) from Jora Pump to Sanan Ghat at Booth No.-169 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,79,443.60
WBMAD/ULB/ RSM/1002/ 25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 1/200) inside Amrabati Para at Booth No.-200 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 6,12,496.36
WBMAD/ULB/ RSM/1003/ 25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 7/202) from Fartabad Yubak Sangha to Boro Vai's House at Booth No.-202 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 6,12,496.36

Bid Submission end date: **14.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/945/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Tapan Das to H/O Srikanta Show (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 180 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 5,02,718.05
WBMAD/ULB/ RSM/947/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Black Top Road from H/O Asmat Gazi to Chaton Mudi Shop (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 209 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 6,10,012.62

Bid Submission end date: **14.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1000/25-26 Dated 18.10.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 1/170) infront of Sunny Creast at Booth No.-170 of Ward No.-29, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,31,684.17
WBMAD/ULB/ RSM/1001/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain & Culvert (marked as Sl. 4/171) from Subir Sarkar's House to Main Road at Booth No.-171 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,64,274.06
WBMAD/ULB/ RSM/1004/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab & Culvert (marked as Sl. 1/260) from Gobinda Das's House to Vijay Das House at Booth No.-260 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,42,964.15
WBMAD/ULB/ RSM/1005/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed Surface Drain with Slab & Culvert (marked as Sl. 2/260) Beside Swapan Dey house at Booth No.-260 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,61,050.79
WBMAD/ULB/ RSM/1006/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/271) from H/o Anu Santra to H/o Abanti Kumar Jana at Booth No.-271 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,37,801.79

Bid Submission end date: **14.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	ABSTRACT OF ESTIMATED COST OF THE PROPOSED COVERING OF DRAIN AT BANSTALA LANE AT WARD NO-6 NEAR RINTU ADHIKARY HOUSE UNDER BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS OF BOOTH NO-153, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. GROUP-A	WBMAD/ BM/19e/ 2025-26 Memo. No.: 610/PWD Dated: 17.10.2025	21.10.2025 at 06.00PM	12.11.2025 at 11.55AM
2	THE PROPOSED DRAIN COVER NET AT BARAIPARA OF WARD NO-06 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-B			
3	THE PROPOSED C.C.ROAD REPAIR AT MOYRAPUKUR PARA (NEAR GOURI PRAMANIK HOUSE) OF WARD NO-06 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-C			
4	CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT KHARDAPARA OF WARD NO - 7 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDE AMADER PARA AMADER SOMADHAN OF Booth No-155, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA.	WBMAD/ BM/20e/ 2025-26 Memo. No.: 611/PWD Dated: 17.10.2025	22.10.2025 at 11.00AM	12.11.2025 at 11.55AM
5	CONSTRUCTION OF SURFACE DRAIN FROM SUKUMAR DASS HOUSE TO APARESH HALDERS HOUSE, GUMTIPARA of ward no.-08 under APAS within Birnagar Municipality OF Booth No-156, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-A	WBMAD/ BM/21e/ 2025-26 Memo. No.: 612/PWD Dated: 17.10.2025	22.10.2025 at 11.00AM	12.11.2025 at 11.55AM
6	CONSTRUCTION OF ROAD PROTECTION AT SAHA PARA OF WARD NO-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN OF Booth No-157, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-B			
7	CONSTRUCTION OF SURFACE DRAIN AT UTTAR LIBRARY PARA OF WARD NO-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN OF Booth No-157, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-C			
8	ESTIMATE FOR GRATING OVER THE DRAIN AT UTTAR LIBRARY PARA OF WARD NO-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN OF Booth No-157, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-D			
9	CONSTRUCTION OF DRAIN COVER AT KHANPARA OF WARD NO - 09 (NEAR ARUN BHOWMICK HOUSE TO PRODIP SARKAR HOUSE) WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMDER SOMADHAN SCHEME OF Booth No-158 P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-A	WBMAD/ BM/22e/ 2025-26 Memo. No.: 613/PWD Dated: 17.10.20257. 10.2025	22.10.2025 at 11.00AM	12.11.2025 at 15.55AM
10	REPAIRING OF G.S.F.P PRIMARY SCHOOL WARD NO - 09 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SOMADHAN SCHEME OF Booth No-158, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-B			
11	REPAIRNG OF COMMUNITY HALL AT AMBAGAN OF WARD NO - 09 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SOMADHAN SCHEME OF Booth No-159, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-C			
12	CONSTRUCTION OF BENCH AT AMBAGAN OF WARD NO - 09 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SOMADHAN SCHEME OF Booth No-159, P.O- BIRNAGAR, DIST- NADIA. Group-D			
13	CONSTRUCTION OF MINI STAGE AT PANCHANAN SANGHA PLAY GROUND OF WARD NO - 10 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMDER SOMADHAN SCHEME. GROUP-A.	WBMAD/ BM/23e/ 2025-26 Memo. No.: 614/PWD Dated: 17.10.2025	22.10.2025 at 06.00PM	12.11.2025 at 15.55AM
13	PAINTING AT ADARSHA SISHU BIDYALAYA OF WARD NO - 10 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDE AMADER PARA AMADER SOMADHAN SCHEME. GROUP-B.			

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/936/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Nehar Mistri to H/O Parimal Bera (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 181 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,68,141.68
WBMAD/ULB/ RSM/937/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from Mondal Stores to H/O Mritun Jourdher (Proposed Sl. No.- 5) at Booth No.- 181 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur raMunicipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,70,838.00
WBMAD/ULB/ RSM/938/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Sukdev Bara to H/O Uday Sarker (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 181 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur raMunicipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,79,784.90
WBMAD/ULB/ RSM/939/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Mono Maji to H/O Pradip Dutta (Proposed Sl. No.- 7) at Booth No.- 181 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur raMunicipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,28,676.44
WBMAD/ULB/ RSM/940/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Jiban Banik towards H/O Surajit Das(Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 215 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,87,977.52
WBMAD/ULB/ RSM/941/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Brick Pavement Road from H/O Subrata Mitra towards H/O Illora Mukherjee(Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 215 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,01,966.22
WBMAD/ULB/ RSM/942/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Shila Chakraborty to H/O Biswanath Saha (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 186 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,12,211.86
WBMAD/ULB/ RSM/943/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from Dey House to H/O Shyamal Malakar (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 186 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,35,119.34
WBMAD/ULB/ RSM/944/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Dipu Singha to Word Shani Mandir Temple (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 180 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 4,76,082.21
WBMAD/ULB/ RSM/946/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Soling Pavement Road from H/O Suraj Mondal to Akbar Mudi Shop(Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 209 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 1,80,518.61
WBMAD/ULB/ RSM/948/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Soling Pavement Road from H/O Shibu Ghosh to H/O Gajanan Shaw(Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 209 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,48,326.31

Bid Submission end date: **14.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

‘শুধু গতি বা সুইং নয়, বোলারের চিন্তা-ভাবনাও বদলাতে হয়’

বাংলার প্রাক্তন পেসার থেকে আজ বাংলার রঞ্জি দলের বোলিং কোচ; এই পথ চলাটা সহজ ছিল না তাঁর। মাঠে তাঁর শান্ত স্বভাব, নিখুঁত টেকনিক ও ক্রিকেটবোধই আজ বাংলার তরুণ পেসারদের বড় ভরসা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে কোচিং দর্শন; সব কিছু নিয়েই খোলা মনে সাগ্নিক দত্তের সঙ্গে কথা বললেন শিবশঙ্কর পাল।

■ **প্রশ্ন:** শিবশঙ্করদা, খেলোয়াড় থেকে কোচ; এই রূপান্তরের যাত্রাটা কেমন ছিল?

■ **শিবশঙ্কর:** সত্যি বলতে কী, আমি খেলোয়াড় হিসেবে যতটা শিখেছি, কোচ হয়ে তার চেয়েও বেশি শিখছি। খেলোয়াড়ের জীবনটা নিজের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে, কিন্তু কোচ হিসেবে দায়িত্ব অনেক বড়। এখন আমার লক্ষ্য ছেলেদের উন্নতি ঘটানো, ওদের মানসিক ও টেকনিক্যালভাবে প্রস্তুত করা। প্রথমদিকে একটু মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এখন কোচিং-ই আমার জীবনের ধারা।

■ **প্রশ্ন:** বাংলার বোলিং ইউনিট এখন অনেক বেশি শক্তিশালী দেখাচ্ছে। এর নেপথ্যে কী পরিবর্তন এনেছেন আপনি?

■ **শিবশঙ্কর:** আমি সবসময় জোর দিই ‘প্রসেস’-এর উপর। শুধু গতি বা সুইং নয়, বোলারের চিন্তা-ভাবনাও বদলাতে হয়। প্র্যাকটিসে আমরা সিচুয়েশন বেসড ড্রিল করি; যেন ম্যাচে কী ভাবে মানিয়ে নিতে হয়, সেটা শেখে। পাশাপাশি ফিটনেস, রিকভারি আর টার্গেট লাইন লেংথের উপর জোর দিই। বোলাররা এখন নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয়, সেটাই সাফল্যের মূল।

■ **প্রশ্ন:** বর্তমানে বাংলার কোন কোন তরুণ বোলারের উপর আপনার বিশেষ আশা রয়েছে?

■ **শিবশঙ্কর:** অনেকেই ভালো করছে। আকাশ দীপ, সৌরভ চৌধুরী, অনিকেত, ইমন; প্রত্যেকের আলাদা শক্তি আছে। আমি চাই ওরা নিজেদের স্টাইল বজায় রেখে ধারাবাহিকতা রাখুক। আজকের দিনে ‘ভ্যারাইটি’ই বড় অস্ত্র, তাই প্রত্যেককে নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করতে শেখাই।

■ **প্রশ্ন:** আপনি খেলোয়াড় জীবনে নিজেও সফল পেসার ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কোচ হিসেবে কতটা কাজে আসে?

■ **শিবশঙ্কর:** অভিজ্ঞতা সবসময় সাহায্য করে। আমি জানি ম্যাচে চাপ কেমন হয়, কী ভাবে ব্যাটারকে বোকা বানাতে হয় বা খারাপ দিনে নিজেকে কী ভাবে সামলাতে হয়। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো তরুণদের সঙ্গে শেয়ার করি। শুধু টেকনিক নয়, মানসিক ভাবে শক্ত থাকা; এটাও শেখানোর চেষ্টা করি।

■ **প্রশ্ন:** বাংলার বোলারদের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য কী বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া উচিত বলে মনে করেন?

■ **শিবশঙ্কর:** সবচেয়ে জরুরি হল ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। একটা মরশুম ভালো খেলে থেমে গেলে চলবে না। ফিটনেস, ফোকাস আর আত্মবিশ্বাস; এই তিনটাই মূল। এছাড়া এখন ডেটা অ্যানালিসিস, ভিডিও রিভিউ; সব কিছু কাজে লাগাতে হবে। আমরা চেষ্টা করি বোলারদের ‘স্মার্ট ক্রিকেটার’ হিসেবে গড়ে তুলতে।

■ **প্রশ্ন:** ব্যক্তিগত জীবনের কথা বললে; মাঠের বাইরে শিবশঙ্কর পাল কেমন মানুষ?

■ **শিবশঙ্কর:** আমি খুব শান্ত স্বভাবের। বাড়িতে সময় কাটাতে ভালোবাসি, বিশেষ করে পরিবার ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। গান শুনি, সিনেমা দেখি। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে পারি না, কিন্তু অবসর সময়ে পরিবারই আমার এনার্জির উৎস। কোচিং যতই ব্যস্ততা আনুক, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আমার কাছে খুব জরুরি।

■ **প্রশ্ন:** আপনার জীবনে এমন কোনও কোচ বা ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন?

■ **শিবশঙ্কর:** অবশ্যই। রণদেব বসু, অরুণ লাল; এঁরা দু’জন আমার জীবনের বড় প্রভাব। রণদেবদা শুধু ক্রিকেট নয়, জীবনদর্শনও শিখিয়েছেন। অরুণদা শিখিয়েছেন কী ভাবে দলের মনোবল বাড়াতে হয়। ওদের কাছ থেকে শিখেছি, কোচ শুধু নির্দেশ দেয় না; সে একজন গাইড, একপ্রকার ‘মানসিক আর্কিটেক্ট’।

■ **প্রশ্ন:** আপনি তরুণ ক্রিকেটারদের কী পরামর্শ দেবেন, বিশেষ করে যারা বাংলার হয়ে খেলতে চায়?

■ **শিবশঙ্কর:** প্রথমত, ধৈর্য ধরতে হবে। আজকের দিনে সবাই তাড়াতাড়ি সাফল্য চায়। কিন্তু ক্রিকেট এমন একটা খেলা যেখানে সময় দিতে হয়। প্রতিদিন নিজের ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করো। নিয়মিত ফিটনেস, নেট প্র্যাকটিস এবং ভালো খাওয়া; এগুলোর বিকল্প নেই। আর সবচেয়ে জরুরি, ব্যর্থতাকে ভয় পেও না।

■ **প্রশ্ন:** আপনি কী মনে করেন যে বাংলার ক্রিকেটে অবকাঠামো এখন আগের থেকে উন্নত হয়েছে?

■ **শিবশঙ্কর:** হ্যাঁ, এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। ইডেনের পাশাপাশি কল্যাণী, সল্টলেক, শিলিগুড়ির মতো জায়গায় চমৎকার উইকেট তৈরি হচ্ছে। বোলারদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প, ভিডিও অ্যানালিসিস রুম; এগুলো এখন নিয়মিত হচ্ছে। তবে আরও ইনডোর ফেসিলিটি দরকার, বিশেষ করে রেনি সিজনের জন্য।

■ **প্রশ্ন:** শেষ প্রশ্ন; আগামী দিনে বাংলার বোলিং ইউনিটকে কোথায় দেখতে চান?

■ **শিবশঙ্কর:** আমার স্বপ্ন, বাংলার অন্তত দু’জন পেসার জাতীয় দলে নিয়মিত খেলুক। আমরা এখন এমন একটা সিস্টেম তৈরি করছি যাতে প্রতিটি বোলার নিজের উন্নতির জন্য দায়ী থাকে। যদি সবাই একসঙ্গে কাজ করে, তা হলে খুব শিগগির বাংলার বোলাররাই ভারতের ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় লিখবে; আমি নিশ্চিত।

মোহনবাগানকে আরও ট্রফি দিতে চাই: রবসন রবিনহো

ঋতিকা চক্রবর্তী

মরশুমের শুরু থেকেই মোহনবাগান সমর্থকরা ব্রাজিলের সাম্বার সুরে তাল মেলাচ্ছিলেন। সকল মেরিনার্সই অপেক্ষা করছিলেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার রবসন রবিনহোর দলে আসা নিয়ে। তিনি এলেন, খেললেন এবং জিতলেন। এই মরশুমের শুরুতে দলে যোগ দিয়েই প্রথম ট্রফি জিতলেন রবসন। মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জেতার পিছনে অন্যতম কান্ডারি রবসন। কলকাতায় এসে প্রথমবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন। আইএফএ শিল্ড জেতার পর আবারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি। দলের সঙ্গে প্রথম ট্রফি জয়ের অনুভূতি থেকে শুরু করে প্রাক্তন কোচ অস্কার সব বিষয়েই খোলাখুলি কথা বললেন ব্রাজিলিয়ান তারকা মিডফিল্ডার।

দলের সঙ্গে প্রথম ট্রফি জয় এই ট্রফি জয় খুবই ভালো অনুভূতি। আমার জন্য তো বটেই, দলের জন্যও। টানা তিনটে ম্যাচ খেললাম। সুপার কাপের অনুশীলনের দিক থেকে দেখতে গেলে দলের জন্য খুবই ভালো। দলের সঙ্গে এই প্রথম ট্রফি পেয়ে দারুণ লাগছে।

নিজের খেলা নিয়ে কী বলবেন আমি অনেক দিন ধরেই কোনও ম্যাচ খেলিনি। সম্ভবত পাঁচ মাস ধরে কোনও ম্যাচের মধ্যে ছিলাম না, ৯০ মিনিট খেলিনি। তিন ম্যাচের পরে এখন একেবারে ফিট হয়ে গিয়েছি। সুপার কাপে দলকে সাহায্য করার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত।

বাংলাদেশ ও ভারতীয় ফুটবলের মধ্যে পার্থক্য মাঠ ও খেলোয়াড়দের মধ্যে তো অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। এখন আমি ভারতে আছি, এখানে সব রকমের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত। সুপার কাপেও গ্রুপ লিগে তিনটি ম্যাচ রয়েছে, কোয়ালিফাই করার জন্য লড়াই করব।

নিজের পজিশন নিয়ে আমি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও লেফট উইঙ্গার, দুই পজিশনেই সমান স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারি। আপাতত অনুশীলনে নিজেকে আরও বেশি ফিট রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তারকাখচিত মোহনবাগান দলের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা নিয়ে এই ধরনের প্রতিযোগিতা থাকা দলের জন্য ভালো। কোচের হাতে একাধিক বিকল্প থাকে। শুধুমাত্র চার জন বিদেশি ফুটবলারই খেলতে পারে, যা সম্পূর্ণ কোচের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

সুপার কাপের প্রস্তুতি দল হিসেবে প্রতিদিনই নতুন করে নিজেদের তৈরি রাখার চেষ্টা করি। যাতে সুযোগ পেলেই নিজের সেরাটা দিতে পারি।

ভারতে আসার পর নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য দলের সঙ্গে থেকে দলকে সাহায্য করতে চাই। এটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। এখানে এসে মনে হচ্ছে, আমি গত এক বছর ধরেই এখানে খেলছি। সব খেলোয়াড়রা খুবই সাহায্য করেছে আমাকে, তাই মোহনবাগানে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

সুপার কাপের ডার্বি অন্য যে কোনও ম্যাচের মতোই দেখছি। আমরা জানি, কঠিন ম্যাচ হবে। কিন্তু আমাদের হাতে ভালো সুযোগ রয়েছে, ভালো খেলোয়াড় রয়েছে। ক্লাব সব সময় আমাদের পাশে রয়েছে।

অস্কারের সঙ্গে ডার্বির দিন কথোপকথন অবশ্যই, ম্যাচের শুরুতে এবং শেষে আমাদের কথা হয়েছে। অস্কার আমার অন্যতম পছন্দের কোচ, ওর নেতৃত্বে আমি বাংলাদেশে চারটি মরশুম খেলেছি। অস্কারও আমাকে পছন্দ করে। আমাকে দেখে অস্কার শুভেচ্ছাও জানালেন।

আইএফএ শিল্ড ফাইনাল অবশ্যই, এই ম্যাচ জেতার পর দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। এর ফলে পরবর্তী ম্যাচগুলি আমরা আরও ভালো করে খেলতে পারব। প্রথমবার গোয়া যাওয়া আমি এইবারই প্রথম গোয়ায় যাচ্ছি। ভালো করে উপভোগ করতে চাই।

বিহারে আরজেডি-তে বিপর্যয়
মোহনিয়া থেকে শ্বেতা সুমনের মনোনয়ন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫-এ মোহনিয়া (এসসি) আসনে জাতীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রার্থীর জন্য বড় ধাক্কা এসেছে। রাজদ প্রার্থী শ্বেতা সুমনের মনোনয়ন পত্র আজ বাতিল করা হয়েছে। শ্বেতা সুমন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন স্থানীয় এসসি প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে। কিন্তু বিজেপি দাবি করেছে, শ্বেতা সুমনের মূল জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশ এবং তিনি সেই রাজ্যের ‘রবিদাস’ জাতির অন্তর্গত। তাঁর স্বামীর নাম বিনোদ রাম। বিজেপি নেতা বিন্ধ্যাচল রায় নির্বাচনী বিভাগে আবেদন দিয়ে মনোনয়ন বাতিলের দাবি করেছিলেন।

মনোনয়ন বাতিলের পর শ্বেতা সুমন অভিযোগ করেছেন, ‘আমি ২০ বছর ধরে ক্যামুর জেলায় বসবাস করছি। আমার মনোনয়ন বাতিল করে দেখানো হয়েছে যেন মনে হয় আমি এখানে জন্মস্থান না হওয়ায় ভোটের যোগ্য নই। এটি একটি ষড়যন্ত্র, কারণ বিজেপি ভয় পাচ্ছে যে রাজদ যদি জেতে তবে সরকার গঠন করতে পারে।’ তিনি আরও বলেন, ‘একটি প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়া মানে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করা। এটি আমাদের রাজ্যের জন্য বড় ধাক্কা।’ শ্বেতা সুমন অভিযোগ করেন, মনোনয়ন প্রাথমিকভাবে জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু পরে একই কর্মকর্তারা এটি বাতিল করেছেন। তিনি বলেন, ‘দাবি করা হয়েছে যে আমি কিছু করতে পারব না, তবে অফিসারদের উপর চাপে ডিএম পর্যন্ত ফোন করেছিলেন। সেই চাপেই মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।’

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও এসসি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হতে হলে তাকে সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এসসি সম্প্রদায়ের সদস্য হতে হবে। শ্বেতা সুমনের কাছে উত্তরপ্রদেশের ‘রবিদাস’ জাতির প্রমাণপত্র রয়েছে, যা বিহারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

মোহনিয়া আসনটি এসসি সংরক্ষিত হওয়ায় এখানে দলিত ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪৫ শতাংশ। এছাড়াও, ইয়াদব ও মুসলিম ভোটররা প্রায় ২০-২৫ শতাংশ, যারা আরজেডির শক্তিশালী ভোটভিত্তি। এবারের মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় বিজেপির প্রার্থী নিরঞ্জন রামের জন্য পথ সহজ হয়ে গেছে।

তেজস্বী যাদবের প্রতিশ্রুতি, জীবিকা দিদিদের মাসিক ৩০,০০০ টাকা সরকারি বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এখন গরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই নির্বাচনে মোট ২৪৩টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হবে, যা দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপের ভোট হবে ৬ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় ধাপ হবে ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। রাজনীতির মঞ্চে এবার তেজস্বী যাদব প্রধান বিরোধী দল মহাগঠবন্দনের মুখোমুখি দাড়িয়েছেন, যারা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন, বিহারের জীবিকা দিদিদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিয়ে মাসিক ৩০,০০০ টাকা বেতন প্রদানের ঘোষণা, সংবিধান কর্মীদের স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি এবং নারীদের জন্য মাসিক ২৫০০ টাকার ‘মাই বহিন মান’ প্রকল্প চালুর প্রতিশ্রুতি। তেজস্বী বলেছেন, সরকার আসলে ২০ লাখ পরিবারে কমপক্ষে একজন সরকারি চাকুরি দেবে। অপর পাশে, দীর্ঘদিন ধরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চেষ্টায়। তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অন্যতম প্রধান অক্ষরেখা।বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

নিশ্চিত করতে গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, যেখানে ভোটার নিরাপত্তা ও বিধি-নিষেধের কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে। সংক্ষেপে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ দুই বড় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গড়াবে, যেখানে ভোট প্রদান হবে ৬ এবং ১১ নভেম্বর। নীতিশ কুমারের এনডিএ শক্তিশালী ধারাবাহিকতার আশা রাখলেও, তেজস্বী যাদবের নতুন প্রণোদনা ও রাজনৈতিক উদ্দীপনা রাজ্যে পরিবর্তনের বার্তা বহন করছে। ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর, যা বিহারের রাজনীতির ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে।

বিহারের মহাগঠবন্ধন ঠিক পথে, শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে মিলল সমন্বয়, বৃহস্পতিবার জোরালো যৌথ ঘোষণা

বুধবার কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বিহারের পাটনার ১০ সার্কুলার রোডে রাবড়ীভবনে রাজদ নেতা পরিবার; লালু যাদব, রাবড়ী দেবী এবং নেতা প্রতিপক্ষ তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫-এ মহাগঠবন্ধনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলা মনোমালিন্য সমাধান হয়ে যাচ্ছে। বুধবার কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বিহারের পাটনার ১০ সার্কুলার রোডে রাবড়ীভবনে আরজেডি নেতা পরিবার; লালু যাদব, রাবড়ী দেবী এবং নেতা প্রতিপক্ষ তেজস্বী যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকের মূল বিষয় ছিল আসন বন্টন ও সিএম প্রার্থী। বৈঠক শেষে অশোক গেহলট জানান, ‘সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহাগঠবন্ধন এককভাবে নির্বাচনী মাঠে থাকবে। ২৪৩ আসনের মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রে স্থানীয় স্বার্থের কারণে বন্ধু সুলভ প্রতিযোগিতা হতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই।’

অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি কৃষ্ণ অল্লাভারু বলেন, ‘আমরা আরজেডি নেতৃত্বের সঙ্গে সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী সমন্বয় নিশ্চিত করেছি। নির্বাচনের পরে জনগণের কল্যাণে কীভাবে কাজ করা যায়, সেই কৌশলও নিয়েছি। সব বিস্তারিত বৃহস্পতিবার যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হবে।’

বিহারের মহাগঠবন্ধনের মধ্যে প্রায় ১০টি আসনে এখনো চূড়ান্ত সমঝোতা হয়নি। প্রধান কারণ হলো আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে আসন নিয়ে দ্বন্দ্ব। এছাড়াও তেজস্বী যাদবকে সি এম প্রার্থী ঘোষণা না করায় দুই দলের সম্পর্কের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে আজকের বৈঠকের পর আশা করা হচ্ছে, ভোটপ্রচারের পূর্বে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।